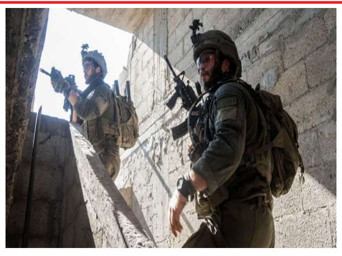

গাজা যুদ্ধ বন্ধ করতে হুঁশিয়ারি ইসরাইলি সেনাদের বাবা-মায়ের

সারে-জমিন

আরজি কর ধর্ষণ কাণ্ডে ১৮ জানুয়ারি রায় ঘোষণা

রূপসী বাংলা

বিশ্বব্যবস্থায় 'নিয়মতান্ত্রিকতা'র বিভ্রম কি ছুড়ে ফেলা হবে?

সম্পাদকীয়

বাবলা খুনে ইংরেজবাজার টাউন সভাপতিকে বহিষ্কার

সাধারণ

ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রি-কোয়ার্টার থেকে বিদায় বাংলার

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১০ জানুয়ারি, ২০২৫
২৫ পৌষ ১৪৩১
৮ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 10 ■ Daily APONZONE ■ 10 January 2025 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ দিন বঙ্গ সফরে মোহন ভাগবত

আপনজন ডেস্ক: ফের পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সঙ্গে সংগঠনের সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করতে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চিমবঙ্গে তিনি ১০ দিনের সফর শুরু করবেন। কলকাতায় প্রথম পাঁচ দিন মোহন ভাগবত আরএসএস নেতা এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন, যার লক্ষ্য সংগঠনের কাঠামো শক্তিশালী করা এবং তার পরিচালনাগত সাফল্য নিশ্চিত করা।

১১ ফেব্রুয়ারি ভাগবত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি সফর শুরু করার আগে বিরতি নেবেন। মোহন ভাগবত বর্ধমান-সহ একাধিক জেলায় যাবেন, সেখানেই ১৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর একমাত্র জনসভা করার কথা। আরএসএসের আঞ্চলিক নেতা, স্থানীয় কর্মী এবং বর্ধমান ও সংলগ্ন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও দেখা করবেন তিনি।

গঙ্গাসাগর মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার কলকাতার আউট্রাম ঘাটে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সন্ন্যাসীদের নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সমাধিতে ফুল দিয়ে এ বছরের গঙ্গাসাগর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী ঘাটে একটি স্থায়ী ট্রানজিট ক্যাম্পেরও উদ্বোধন করেন যেখানে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রার আগে আসেন। এছাড়া একটি আধুনিক বৈদ্যুতিক জাহাজ ও ৫০টি দমকলের ইঞ্জিন-সহ বেশ কিছু পরিষেবার উদ্বোধন করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও একবার গঙ্গাসাগর মেলাকে কুম্ভ মেলার মতো জাতীয় মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানান। একই কথা শোনা গেল গঙ্গাসাগর আয়োজক কমিটিতেও। গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজনে কেন্দ্রের অবদান না রাখার বিষয়টিও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার কুম্ভ মেলার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে এবং মেলাটি রেল ও বিমানপথে অ্যাক্সেসযোগ্য। তবে, এখানে পরিবহন সম্পূর্ণরূপে জলপথের উপর নির্ভর করে, লোকেরা ভ্রমণের জন্য কেবল জলের উপর নির্ভর করে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার একটি চার লেনের সেতু নির্মাণ করবে। গঙ্গাসাগরকে উপেক্ষা করার জন্য পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারকেও দায়ী করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি বলেন, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমরা সব খরচ বহন করেছি। ১২ জন মন্ত্রী বায়ো টয়লেট এবং লিভিং কোয়ার্টারের ব্যবস্থা তদারকি করছেন, ভিড় সামলানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। কলকাতা থেকে একটি নতুন হেলিকপ্টার পরিষেবা ও মুড়ি গঙ্গা নদীর ড্রেজিংয়ের কারণে ২০ ঘন্টা ফেরি পরিচালনার মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলার জন্য সাগর দ্বীপে পরিবহণ উন্নত হয়েছে। ৮ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে ৩২টি জাহাজ, ৯টি বার্জ, ১০০টি লঞ্চ ও আড়াই হাজার বাস। সাংবাদিক সহ গঙ্গাসাগর মেলায় আসা বা কর্মরত ব্যক্তিরা উৎসব চলাকালীন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা পাবেন।

ডোনেশন প্রত্যাহার করল পার্কসার্কাসের 'মডার্ন স্কুল', ভর্তি ফি কমে হল ২৪০ টাকা

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: পার্কসার্কাসে সরকার পোষিত মডার্ন স্কুলে ভর্তিতে ১৬০০ টাকা করে যে ডোনেশন নেওয়া হচ্ছিল তা প্রত্যাহার করলো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য নোটিশ করে জানান 'সরকারী নীতি অনুসরণ করে এবং ডিআই (কলকাতা) স্যারের নির্দেশ অনুসারে, মডার্ন স্কুল ম্যানেজিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এই সেশন থেকে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য মোট ফি ২৪০ টাকা নেওয়া হবে। '

ভর্তি ফি ৫৫০ টাকা জোগাড় করতে না পারায় ক্যানিংয়ে ছাত্রীর আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনার আবহে সরকার পোষিত পার্কসার্কাস সেভেন পয়েন্ট সংলগ্ন মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী রোডের মডার্ন স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে ১৬০০ টাকা ডোনেশন নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। জানা যায়, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে ২৪০ টাকা নেওয়া হলেও নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ভর্তির ক্ষেত্রে ডোনেশন বাবদ নেওয়া হচ্ছিল ১৬০০ টাকা সঙ্গে আরও ২০০ টাকা। বছরের শুরুতেই মডার্ন স্কুলে নবম দশম শ্রেণীর ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্রদের থেকে নেওয়া হচ্ছিল মোট ১৮০০ টাকা, যে টাকা জোগাড় করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন পার্কসার্কাস এলাকার অসহায় দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পরিবার।অনেক পরিবার জানিয়েছিলেন ছেলেকে ভর্তি করতে গিয়ে এখনো বইপত্রও কিনে দিতে পারিনি। এই ঘটনা শিক্ষা মহলে সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। খবরটি গত বুধবার ফলাও করে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আপনজন' পত্রিকায়। এরপরই নড়ে চড়ে বসে প্রশাসন। অবশেষে নোটিশ দিয়ে মডার্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল, এই সেশন থেকেই পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য মোট ফি ২৪০ টাকা। কার্যত সম্পূর্ণ ডোনেশন প্রত্যাহার করে নিলেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষার্থীরা এবার থেকে সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী মাত্র ২৪০ টাকার বিনিময়ে ভর্তি হতে পারবেন। শুধু তাই নয়, কেউ টাকার অভাবে ভর্তি না হতে পারলে তাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সহায়তা করা হবে বলেও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন।

ডোনেশন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার 'আপনজন' প্রতিনিধিকে মডার্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য জানান, 'শিক্ষার্থীদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সরকারি নীতি অনুসরণ করে ডিআই (কলকাতা) স্যারের নির্দেশ অনুসারে মডার্ন স্কুল ম্যানেজিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির সমস্ত শিক্ষার্থীরা এবার থেকে ২৪০ টাকা দিয়ে ভর্তি হতে পারবে। ইতিমধ্যে যাদের ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে তাদের কাছ থেকে ডোনেশন হিসাবে নেওয়া অতিরিক্ত টাকা আমরা ফেরত দেব।' প্রসঙ্গত দীপঙ্কর বাবু আরও বলেন, '২০১৯ সালে আমি প্রধান শিক্ষক হিসাবে যুক্ত হওয়ার পর ভর্তি ফি কমানো হয়েছিল। তবে অতিরিক্ত যেটুকু টাকা নেওয়া হতো তা বিদ্যালয়ের স্বার্থেই, শিক্ষার্থীদের সেই টাকার রশিদ প্রদান করা হতো, সময়মতো অডিট হত, সবটাই কাঁচের মতো স্বচ্ছ। এখানে দুর্নীতির কোনো স্থান নেই। শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীই আমাদের কাছে মূল বিষয়, শিক্ষার্থীদের উন্নত পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রেই এই টাকা ব্যয় করা হতো। তবে অসহায় দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আমি প্রথম থেকেই ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করি, আমার স্কুলের শিক্ষক মন্ডলীও এটা করে। তবে এই সেশন থেকে ভর্তির ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীদের খুবই সুবিধা হবে।' বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ডোনেশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিক্ষার্থী, অভিভাবকরা। তাঁদের কথায়, 'ছেলেকে পড়াতে আর চাপ নিতে হবে না, ধন্যবাদ জানাই স্যারদের।'

'টাকার অভাবে কোনো ছাত্র যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়' চাইছেন স্যাররাও। তবে শুধু মডার্ন স্কুল নয় অতিরিক্ত ফি নেওয়ার অভিযোগ উঠছে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের বিরুদ্ধেও। যদিও কলকাতার কোনও স্কুলের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ পেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা ডিআই সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের। ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলার ডিআই বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছেন ২৪০ টাকার বেশি ভর্তি ফি নেওয়া যাবে না। সরকারি বিদ্যালয়েই সরকারি নির্দেশিকা উপেক্ষা করে অতিরিক্ত ফি নেওয়ার বিষয়টি ইতিমধ্যেই শিক্ষা দপ্তরের কানে পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর এ মর্মে খুব দ্রুত নির্দেশিকা জারি হতে পারে।

পার্কসার্কাসে সরকার পোষিত স্কুলে ভর্তিতে ১৬০০ টাকা ডোনেশন নেওয়ার অভিযোগ

এম মেহেদি সানি ● কলকাতা

আপনজন: বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘুষ কিংবা কাঠমানি খাওয়ার অভিযোগ নতুন নয় তবে এবার খোদ সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ডোনেশনের নাম করে চড়া টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। নতুন বছরের শুরুতেই শুরু হয়েছে প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর ভর্তি। অভিযোগ পার্কসার্কাস সেভেন পয়েন্ট সংলগ্ন মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী রোডের মডার্ন স্কুলে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ভর্তির ক্ষেত্রে ডোনেশন বাবদ নেওয়া হয় ১৬০০ টাকা সঙ্গে আরও ২০০ টাকা।

করে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে নেওয়া হয় ২৪০ টাকা, তবে নবম শ্রেণী থেকে

মল্লিক বাজার, লোহাপুল এলাকার অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে। কথা বলে জানা

পাই। তবু ছেলেকে তো পড়াশোনা করাতে হবে। এবার নবম শ্রেণীতে উঠলো সরকারি স্কুল, তবুও

৯ জানুয়ারি, ২০২৫ দৈনিক 'আপনজন'-এ প্রকাশিত খবর

'সরকারি নীতি অনুসরণ করে এবং ডিআই (কলকাতা) স্যারের নির্দেশ অনুসারে, মডার্ন স্কুল ম্যানেজিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এই সেশন থেকে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য মোট ফি ২৪০ টাকা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে যাদের ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে তাদের কাছ থেকে ডোনেশন হিসাবে নেওয়া অতিরিক্ত টাকা আমরা ফেরত দেব।'

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য
প্রধান শিক্ষক, মডার্ন স্কুল, পার্কসার্কাস

'জিনোম এডিটিং প্রযুক্তি' উদ্ভাবন করে জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত বাঙালি কৃষি বিজ্ঞানী কুতুবউদ্দিন

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

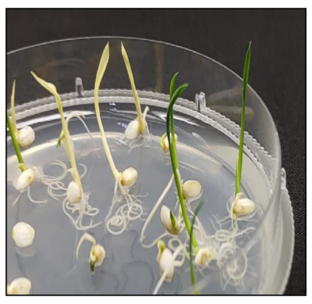

আপনজন: ধানের জমিতে কীটনাশক ব্যবহার রুখতে বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে প্রজেক্ট উপস্থাপন করে নজর কেড়েছিল যে ছেলেটি আজ তিনি উড়িষ্যার কটকে অবস্থিত ধান গবেষণা কেন্দ্রে সিনিয়র বৈজ্ঞানিক হিসেবে কর্মরত। সম্প্রতি তাঁর অভিনব উদ্ভাবন সাড়া ফেলেছে কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে। আর এই সামগ্রিক সাফল্যের জন্য বৈজ্ঞানিকের মুকুটে যুক্ত হয়েছে নতুন পালক। গত ডিসেম্বর মাসে লখনউ-এ ন্যাশনাল বোটানিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে 'ফ্লোরা অ্যান্ড ফানা সায়েন্স ফাউন্ডেশনে'র পক্ষ থেকে মিলেছে 'প্রফেসর সুশীল কুমার ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৪।' যদিও এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের 'ইয়ং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৩-১৪' সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন কুতুবউদ্দিন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের জয়গ্রামের কৃষক ইলিয়াস মোল্লার পুত্র কুতুবউদ্দিন। কুতুবের দাদু নাসিম মোল্লা ছিলেন মাওলনা ও সমাজসেবী। সেই কৃষক পরিবারের সন্তানের এই উত্তরণ কার্যত বাংলার মর্যাদা বৃদ্ধি করল।

জানা গিয়েছে, বিশ্বব্যাপী কৃষি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ড. কুতুবুদ্দিন এ মোল্লার আবিষ্কৃত জিনোম এডিটিং প্রযুক্তি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক জার্নাল "প্ল্যান্ট বায়োটেকনোলজি জার্নাল"-এ প্রকাশিত হয়েছে। ড. কুতুবুদ্দিন বলেন, 'জিনোম এডিটিং প্রযুক্তি' রোগ প্রতিরোধ, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ও কৃষিতে ফসলের উন্নতি সাধনে সহায়ক হবে।' বৈজ্ঞানিক কুতুবুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, তাঁর হার না মানা জীবনের সাফল্যের কাহিনীটা একেবারেই সহজ ছিল না। প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক পরিবারে জন্ম কুতুবুদ্দিন ছিলেন বাড়ির বড় ছেলে। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে কুতুবুদ্দিন বড় হওয়ায় দায়িত্ব একেবারে কম ছিল না । পিতা ইলিয়াস মোল্লা গ্রামীণ চিকিৎসক এবং মাতা সুফিয়া বেগম গৃহকর্ত্রী। স্থানীয় বিদ্যালয় থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন কুতুবুদ্দিন মোল্লা, স্নাতকে বোটানি অনার্স নিয়ে পড়ার জন্য পাড়ি দেন কলকাতায়। পরে বোটানি নিয়ে স্নাতকোত্তর এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন কুতুবুদ্দিন। স্নাতক স্নাতকোত্তরে মেধাতালিকায়ও জায়গা করে নেন তিনি। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ২০১৪ সালে জুনিয়র বৈজ্ঞানিক হিসেবে যোগ দেন দিল্লির 'ন্যাশনাল ব্যুরো অফ প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্স'-এ। ২০১৫ সালে কটকের ধান গবেষণা কেন্দ্রে কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে যোগদান করেন। কর্মরত অবস্থায় ২০১৭ সালে ফেলোশিপ নিয়ে গবেষণার জন্য পাড়ি দেন ইউনাইটেড স্টেটে। ফিরে এসে আবার যোগদান কটকের ধান গবেষণা কেন্দ্রে। কথা বলে জানা যায়, কুতুবুদ্দিনের বৈজ্ঞানিক হওয়ার স্বপ্ন ছিল ছোট থেকেই। বাবার কৃষি জমিতে ধান চাষের সময় কীটনাশকের ব্যবহার করতে দেখতেন কুতুবুদ্দিন, তারপর ভেবে ভেবে কীটনাশক ব্যবহার রুখতে বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে প্রজেক্ট উপস্থাপন করে শিক্ষক মন্ডলীর অনুপ্রেরণা পান। স্বপ্ন দেখেন একদিন বড় কৃষি বৈজ্ঞানিক হওয়ার। সেই স্বপ্ন বেশ কয়েক বছর আগেই সার্থক হয়েছে কুতুবউদ্দিনের। তবে এবার জিনোম এডিটিং প্রযুক্তির আবিষ্কার অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে বৈজ্ঞানিক কুতুবুদ্দিন কে। 'জিনোম এডিটিং প্রযুক্তি কি ?' প্রশ্ন করা হলে উত্তরে ড. কুতুবুদ্দিন বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের এক যুগান্তকরী আবিষ্কার হল জিনোম এডিটিং প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির সাহায্যে জীবদেহের DNA তে থাকা অক্ষর গুলি পরিবর্তন করা সম্ভব। DNA এর এই অক্ষরগুলির সজ্জাবিন্যাস ই হলো জেনেটিক কোড । একটি জীব কেমন দেখতে হবে, তার ব্যবহার কেমন হবে, তার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে- এই সব কিছুই নির্ধারণ করে জেনেটিক কোড। বর্তমানে এই জিনোম এডিটিং পদ্ধতি প্রাণীর বংশগত রোগ নিরাময় থেকে শুরু করে কৃষিতে ফসলের উন্নতি সাধনে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই জিনোম এডিটিং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ২০২০ সালে বিজ্ঞানী এমানুয়েল চার্পেন্তিয়ের এবং জেনিফার ডডনা কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় । প্রায় ১৩৫০ টি অ্যামিনো অ্যাসিড এর একক দিয়ে তৈরী একটি প্রোটিন হলো Cas9, যেটি জিনোম এডিটিং করতে সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি খুব সুক্ষ ভাবে নির্দিষ্ট জিন এর অক্ষর পরিবর্তন করতে পারে।' জানা গিয়েছে, ওড়িশার কটকে অবস্থিত জাতীয় ধান গবেষণা কেন্দ্রের একদল গবেষক এই Cas9 এর পরিবর্তে অপর একটি প্রোটিন দ্বারা জিনোম এডিটিং করার প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং তারা সফল হন । এই প্রোটিন টি TnpB নামে পরিচিত এবং যা আয়তনে ক্ষুদ্র । এই অভিনব গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে নাম করা আন্তর্জাতিক প্লান্ট বায়োটেকনোলজি জার্নালে। সংশ্লিষ্ট এই গবেষক দলের নেতৃত্বে ছিলেন বাঙালি বিজ্ঞানী ডক্টর কুতুবুদ্দিন মোল্লা । তিনি বলেন, 'একটি ক্ষুদ্র RNA TnpB কে তার নির্ধারিত লক্ষে পৌঁছাতে এবং নিখুঁত ভাবে ডিএনএ কে কাটতে সাহায্য করে । ভিন্ন ভিন্ন RNA এর উপস্থিতিতে TnpB দ্বারা ধান এবং সরিষা জাতীয় উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন জিনকে এডিট করতে সক্ষম হয়েছি আমরা। Tnpb যখন কোনো একটি নির্ধারিত জিনকে কেটে দেয়, কোষ সেই কাটা অংশ মেরামত করতে গিয়ে বেশির ভাগ সময় ভুল করে বেশ খানিকটা DNA এর কিছু অংশ মুছে ফেলে বা ডিলিট করে দেয় । তার ফলে ঐ জিনটি অকেজো হয়ে যায়।এই ভাবে TnpB ব্যবহার করে কোনো অবাঞ্ছিত জিনকে অকেজো করে দিয়ে তার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে জীবকে রক্ষা করা সম্ভব । যেমন, ফসল থেকে কোনো অপুষ্টিকর উপাদানের পরিমান কমানো থেকে শুরু করে, গাছের উচ্চতা কমানো, উৎপাদন ক্ষমতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোও সম্ভব হবে। "TnpB ব্যবহার করে আমরা এখন পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে এমন ধান উদ্ভাবনার গবেষণায় মগ্ন। এবং এর পাশাপাশি TnpB কে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমরা প্রোটিন ইঞ্জিনিয়ারিং -এ ও প্রচেষ্টারত।' সারা বিশ্বে এই প্রথম ভারতীয় এই গবেষক দল প্রথম সফলতার সাথে TnpB ব্যবহার করে উদ্ভিদের জিনোম এডিটিং -এ সক্ষম হয়েছে । এই পুরো গবেষণাটি তত্ত্বাবধান করেছেন বসিরহাটের ভূমিপুত্র বাঙালি বৈজ্ঞানিক কুতুবুদ্দিন মোল্লা । এই গবেষণার কাজে অন্যান্যদের মধ্যে যুক্ত ছিলেন এম জে বেগ, শুভাশিস কর্মকার, দেবস্মিতা পান্ডা, সোনালী পান্ডা, মনস্বিনী দাস , রোমিও সাহা , প্রিয়া দাস, অবিনাশ, জাস্টিন শি, ইনং ইয়াং, এবং এ কে নায়ক ।

উচ্চতায় অদ্বিতীয়, উজ্জ্বলতায় অম্লান

আল-আমীন মিশন

স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

Al-Ameen Mission 39 Years in service to the society

একাদশ (বাংলা মাধ্যম) শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

NEET (মেডিকেল) এবং JEE (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিশেষ কোচিংসহ

Online এবং Offline- এ ফর্ম পূরণ চলছে।

ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ

Offline ২৫ জানুয়ারি ২০২৫ Online ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

Scan QR

website: www.alameenmission.org

প্রবেশিকা পরীক্ষা ২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, ২০২৫

NEET (UG) 2024 সাফল্য: এক নজরে ২০২৪

Marks 680 & above 49 | Marks 650 & above 200 | Marks 630 & above 379 | Marks 600 & above 711

মাধ্যমিক বা সমতুল্য

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১৪১৩	৩৫৭	৯৯৮	১২৮২
ছাত্রী	৭৫৩	১১৬	৪২৩	৬১৩
সর্বমোট	২১৬৬	৪৭৩	১৪২১	১৮৯৫

উচ্চ-মাধ্যমিক বা সমতুল্য

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১২৪৮	২১৩	৯২৮	১১৯৭
ছাত্রী	৯১৬	১৪৪	৬৩৫	৮৮৯
সর্বমোট	২১৬৪	৩৫৭	১৫৬৩	২০৮৬

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ■ সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬, ৭৪৭৯০ ২০০৭৯

প্রথম নজর

মাছ বাজারে অভিযান বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: মাছ বাজারে অভিযান বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক দের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে তহ বাজার এলাকায় এদিন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর সহ মোট চারটি দপ্তরের আধিকারিকেরা অভিযানে নামে। মাছের ওজন সঠিক না দেবার অভিযোগ পেতেই, এদিন ওই মাছ বাজারে অভিযান চালায় আধিকারিকেরা। অভিযানে বেশকিছু মাছ ব্যবসায়ী ওজন করবার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদেরকে এদিন সতর্ক করা হয়েছে।
এবিষয়ে জেলা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মনোজিৎ কুমার রাহা বলেন, জেলা শাসকের নির্দেশে চারটি দপ্তরকে নিয়ে এই অভিযান চলছে। অভিযোগ ছিল যতখানি মাছ পাওয়ার কথা, দোকানে এই পরিমাণ মাছ মিলছে না। সেই মতো আমরা অভিযানে নেমেছি। বেশিরভাগ দোকানে দেখা গেছে লাইসেন্স নেই। কিছু দোকানের সঠিক রয়েছে।

জঙ্গিপুরে অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জঙ্গিপুর

আপনজন: জঙ্গিপুরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি যে জঙ্গিপুর এলাকায় একটি ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের ব্যাবস্থা করা হোক। অবশেষে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের ওমরপুর ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের শুভ সূচনা করা হল।
বৃহস্পতিবার দমকল অফিসের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসময় জঙ্গিপুরে ভার্চুয়ালি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি খলিলুর রহমান, জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেন, মুর্শিদাবাদ জেলার সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা। মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান সহ জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আনন্দ রায়, জঙ্গিপুরের এস ডি ও একম জি সিং সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।
ছবি: রহমতুল্লাহ

ব্লক স্তরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবের কাজ শুরু বাঁকুড়ায়

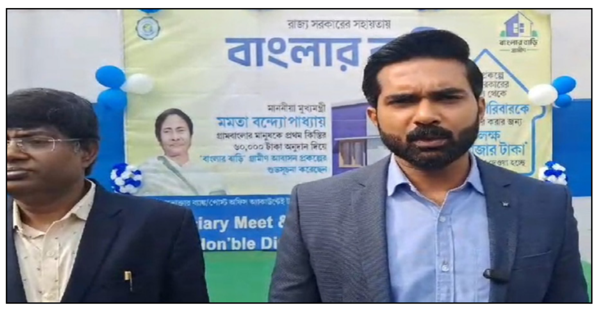

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সম্ভবত জেলার মধ্যে এই প্রথম ব্লক স্তরীয় 'সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি' কাজ শুরু করলো বাঁকুড়ায়। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া-২ ব্লকে এই ল্যাব্রোটারির উদ্বোধন করেন জেলাশাসক সিয়াদ এন। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) নকুল চন্দ্র মাহাতো, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) অরিন্দম বিশ্বাস, সদর মহকুমাশাসক অয়ন দত্ত গুপ্ত, বাঁকুড়া-২ ব্লকের বিডিও উপ্যমান মজুমদার সহ ব্লক ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।
ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, পঞ্চম অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত অর্থে এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেরি তৈরী করা হয়েছে। শুধুমাত্র ব্লক এলাকা নয়, তার বাইরেও যেকোন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাজের ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে এখানে পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ পাবেন।
জেলাশাসক সিয়াদ এন এপ্রসঙ্গে বলেন, সম্ভবত বাঁকুড়া জেলায় এই প্রথম কোন ব্লকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরোটারী তৈরী হলো।
সরকারি প্রকল্পে কোন কাজের গুণগত মান নিয়ে আপোষ করা হবেনা, ফলে এই বিশেষ ল্যাবরেটরি কাজের ক্ষেত্রে আরও বেশী সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করছেন বলে জানান।
এছাড়াও এদিন বাঁকুড়া-২ ব্লকের নিজস্ব ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন জেলাশাসক সিয়াদ এন।

পঞ্চায়েত প্রধানকে মোবাইলে অস্ত্রের ছবি পাঠিয়ে খুনের হুমকি

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান কে আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি পাঠিয়ে খুনের হুমকি! এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বর্তমানে নিরাপত্তার অভাবে প্রাণভয়ে আতঙ্কে রয়েছেন ওই পঞ্চায়েত প্রধান। ঘটনার বিষয়ে ইতিমধ্যে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান। তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং ১ ব্লকে ১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে।গোপালপুর পঞ্চায়েত ক্যানিং ১ ব্লকের অন্তর্গত। পঞ্চায়েত প্রধান আকচার মন্ডল। অন্যান্য দিনের মতো সমস্ত কাজ সেরে বুধবার রাতে বাড়িতে ফিরেছিলেন।গভীর রাতে তাঁর ফোনে একটি আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি পাঠানো হয়। পাশাপাশি একটি অডিও পাঠানো হয়।অডিওতে বলা হয়, 'এখন আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি পাঠালাম। খুব কম সময়ের মধ্যে উপহার স্বরুপ তোমার ছবি পাঠাবো'।হোয়াটস্ অ্যাপে এমন ছবি দেখে অডিও শুনে প্রাণের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পঞ্চায়েত প্রধান।বৃহস্পতিবার ক্যানিং থানায় হাজির হন। সেখানে সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন পঞ্চায়েত প্রধান।ঘটনা প্রসঙ্গে গোপালপুর

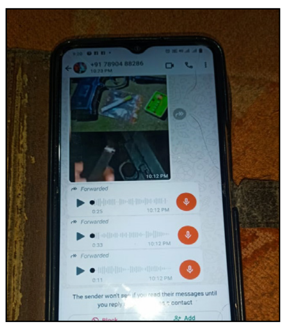

পঞ্চায়েত প্রধান আকচার মন্ডল জানিয়েছেন, 'যে কোন মুহূর্তে প্রাণ সংশয় হতে পারে।নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি।খুবই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।বিধায়ক পরেশ রাম দাস কে সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়েছি। পাশাপাশি তাঁরই নির্দেশে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। আশা করছি পুলিশ তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।' অন্যদিকে এমন ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত প্রধান কে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। চরম উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। এর আগেও নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের তৃণমূল যুব সভাপতি মহরম সেখ কে খুন করা হয়েছে। এছাড়াও গোপালপুর পঞ্চায়েতের ধর্মতলা গ্রামে তৃণমূল কর্মী স্বপন মাঝি,ঝন্টু হালদার আর ভূতনাথ প্রামাণিককে গুলি করে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতিরা।

আরজি কর ধর্ষণ কাণ্ডে ১৮ জানুয়ারি শিয়ালদহ আদালত রায় ঘোষণা করবে

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ১৮ জানুয়ারি আরজিকর ধর্ষণ খুন কাণ্ডে রায় দান হতে চলেছে শিয়ালদহ আদালতে। দীর্ঘ পাঁচ মাস পর আরজি করের নিহত পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় রায় দান দেবে আদালত। গত বছর ৯ অগাষ্ট এই ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটেছিল। ১৬২ দিনের মাথায় এই রায়দান হতে চলেছে । এদিকে অবহেল বিচার চেয়ে বৃহস্পতিবার আবারো পথে নামল জুনিয়র চিকিৎসকরা। এদিন বিকেলে শ্যামবাজার অভিমুখে মিছিল বের হয় কলেজ স্কোয়ার থেকে। তারা জানিয়েছেন শ্যামবাজারে গিয়ে তারা দোষীদের শাস্তির দাবিতে অবস্থান করবেন এবং রাত দখল করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, বুধবার শিয়ালদহ আদালতে এই ঘটনায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের আইনজীবী তার মক্কেলের বেকসুর খালাসের আবেদন জানান আদালতে। আদালত কক্ষে আরজি কর কাণ্ডে আদালতে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের বেকসুর খালাস চাইলেন আরজি কর হাসপাতালের পড়ুয়া চিকিৎসক

ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের বেকসুর খালাস আদালতে চান তার আইনজীবী। শিয়ালদহ আদালতে বর্তমানে এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলছে। বুধবার অভিযুক্তের পক্ষে আইনজীবী তার মক্কেলের মুক্তি দাবি করেন আদালতের কাছে। আরজি কর কান্ডে ধৃত সিভিক সঞ্জয় রায়কে একমাত্র অভিযুক্ত হিসেবে চার্জশিটে উল্লেখ করেছে সিবিআই। ধৃত আইনজীবীর বক্তব্য এই যুক্তির পক্ষে সিবিআই যে প্রমাণ দিচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয়। নির্যাতিতার শরীরে ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন নেই। আদৌ এই ঘটনার সঙ্গে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার যুক্ত নয় বলে দাবি করেন তারা আইনজীবী। গোটা ঘটনাটি সাজানো এবং ধৃতকে ফাঁসানো হয়েছে বলে আদালতে মত প্রকাশ করেন সঞ্জয় রায়ের আইনজীবী। ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার এর আইনজীবী সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে বলেন এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সাজানো ঘটনা । অভিযুক্ত কিছুই করেননি ওকে ফাঁসানো হয়েছে আমরাও বেকসুর খালাসের দাবি জানাচ্ছি। আইনজীবী চুক্তি হলো নির্যাতিতা শরীরে কোন চিহ্ন নেই। বিয়াই তো বলেছে ঘটনা সময় অভিযুক্ত নির্যাতিতার উপরে ছিলেন। তাহলে তো শরীরে ধস্তাধস্তি চিহ্ন থাকা উচিত। জামা ছিঁড়ে যাওয়া উচিত। তেমন তো কিছুই হয়নি। এমনকি অভিযুক্তের আঙ্গুলের ছাপ ও মেলেনি। হতে পারে পুরোটাই সাজানো হয়েছে। এদিকে আরজি কর কাণ্ডে সিবিআই সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছে। জানা গেছে অভিযুক্তরা আইনজীবীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সিবিআই আইনজীবী তাদের বক্তব্য পেশ করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ৯ অগাস্ট আরজি কর হাসপাতালের চার তলার সেমিনার হল থেকে পড়ুয়া মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তাকে খুন ও ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পরের দিন কলকাতা পুলিশ সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করেছিল। হাসপাতালে সিসিটিভি ফুটেজে তাকে দেখা গেছিল।
এরপর ঘটনাস্থল থেকে ওই সিভিকের ভাঙ্গা হেডফোন পাওয়া গেছিল। পরে এই ঘটনার তদন্তভার নেয় সিবিআই। কেন্দ্রীয় সংস্থা তাদের চার্জশিটে জানায় সিভিক ভলান্টিয়ার একমাত্র অভিযুক্ত। যদিও নির্যাতিতার বাবা ও মা আদালতে জানান এই ঘটনা একজনের পক্ষে করা সম্ভব নয় বলে তাদের মনে হয়। আরোও বিশদে তদন্তের দাবি জানান তারা।

অভাব-অভিযোগ সরাসরি শোনার জন্য এবার দুয়ারে জেলাশাসক

জিয়াউল হক ● পোলবা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা মানুষের অভাব-অভিযোগ সরাসরি শোনার জন্য গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে হুগলি জেলার জেলাশাসক মুক্তা আর্য এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা সহ প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তারা পোলবা দাদপুর ব্লকের মহানাদ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং আশপাশের বিভিন্ন গ্রামে উপস্থিত হয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করেন। জেলাশাসক মুক্তা আর্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে মাটিতে বসে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। পানীয় জল, রাস্তা, এবং আবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা গ্রামবাসীরা তুলে ধরেন।
গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁরা দুয়ারে রেশন পাচ্ছেন কি না এবং রেশনের খাদ্যসামগ্রীর গুণমান যাচাই করা হয়।এই প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছে কি না, এবং সেই কাজ কতটা অগ্রগতি লাভ করেছে তা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন জেলাশাসক।
স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত যাচ্ছে কি না এবং তাদের জন্য মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা সঠিকভাবে চলছে

কি না, সেটিও পর্যালোচনা করা হয়। গ্রামবাসীদের সাথে সরাসরি গ্রামবাসীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের জীবনের মান, সমস্যার ধরণ এবং সরকারি সুবিধা পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের অভিজ্ঞতা জানা হয়।
আবাসন, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং রাস্তাঘাট নিয়ে কী কী উন্নয়ন প্রয়োজন তা সরাসরি আলোচনা করা হয়।
জেলা পরিষদের সভাধিপতি জানান, উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, তবে কিছু কাজ এখনও বাকি। এই বাকি কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত সম্পন্ন করার দিকে জোর দেওয়া হবে।
পোলবা দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কী কী কাজ চলছে এবং কী কাজ এখনও হয়নি, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করা হবে।
মুখ্যমন্ত্রীর "দুয়ারে সরকার" কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে সরাসরি প্রশাসন পৌঁছে গিয়ে তাঁদের সমস্যার দ্রুত সমাধান করা। প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্থানীয়রা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তবে একই সঙ্গে তাঁরা আরও উন্নতির জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও মনোযোগ দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। এই কর্মসূচি রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুত পরিষেবা মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যে দশম পরীণিতা

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশনে রাজ্যে দশম স্থান অধিকার করে ধূপগুড়ি মহকুমার মুখ উজ্জ্বল করলো প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে পরিণীতা রায়। জানা গেছে ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ার কুঠী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী পরিণীতা। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৯১। স্কুল শিক্ষক প্রাণেশ চন্দ্র রায়ের একমাত্র কন্যা সন্তান পরিণীতা। পড়াশুনার পাশাপাশি অঙ্কন, আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত এবং নাটকটেও সমান পারদর্শী। এবছরের কলকাতার নব পরিবর্তন ধারা ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যের দশম স্থান অধিকার করেছে পরিণীতা। ট্যালেন্ট পরীক্ষায় সাফল্যে তার পরিবারের পাশাপাশি খুশি তার প্রতিবেশী এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারাও। পরিণীতার সাফল্য বিদ্যালয়ে বাকি পড়ুয়াদেরও অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে মনে করছেন স্কুল শিক্ষকেরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মিড-ডে-মিল পরিদর্শনে বিডিও রিয়াজুল

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: ২০২৫ নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই স্কুল পরিদর্শনে বেরোলেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক।বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের গৌরীপুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে হাজির হয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সারার পরেই,খোঁজ নেন বিদ্যালয়ে মিড-ডে- মিলে কি কি খাওয়ানো হয় এবং খাবারের গুণগত মান নিয়ে। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদের কোনও প্রকার অসুবিধা হচ্ছে কিনা খোঁজ নেন তিনি। তবে ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে জানায় আজকে তাদের মিড-ডে-মিলে ভাত,মুরগির মাংস, ডাল,সব্জি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে খুশি হন বিডিও।বিদ্যালয়ের মিড-ডে-মিলের ইনচার্জ বিমল বাবু মিড-ডে-মিল সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র শিক্ষাবন্ধু নির্মল হাজরার উপস্থিতিতে মিড-ডে-মিলের অফিসার মহম্মদ ফিরোজ , মৌমিতা কুন্ডুর কাছে তুলে ধরেন । স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেব প্রসাদ মুদি গোটা স্কুল পরিদর্শন করান এবং অসুবিধার কথা বিডিও-র নজরে আনেন।

ইলামবাজারে সচেতনতা আলোচনা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ইলামজার ব্লকের দ্বারন্দা চন্ডিমাতা উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একটি সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল।ওই স্কুলের পক্ষ থেকে "অ্যাকসেস টু জাস্টিস ফর চিলড্রেন" কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।এই অনুষ্ঠানে বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু পাচার, শিশু দের প্রতি যৌণ নির্যাতন এই বিষয় গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অ্যাকসেস টু জাস্টিস ফর চিলড্রেন এর জেলা কো অর্ডিনেটর মাধব রঞ্জন সেনগুপ্ত,ফিল্ড অফিসার শেখ ফজলুল হক, এবং কর্মী সুদীপ ঘোষ হাজির ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকা অনির্বাণ মন্ডল বিষয়টি সংক্ষিপ্ত ভাবে বলে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

লালগোলায় দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালগোলা ব্লকের বাউসি এলাকায় দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল সোমবার। এদিন আলম ফাউন্ডেশন নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উত্তম গড়াই সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে এলাকার কয়েকশো দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতের কম্বল তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, কুইজ প্রতিযোগিতার মত বেশকিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় এদিন।

পঞ্চায়েতের উন্নয়ন কোন পথে? মুর্শিদাবাদে রিভিউ মিটিংয়ে মন্ত্রী

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার ২৫০ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, ২৬ টি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা অংশগ্রহণে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা রিভিউ মিটিং হল বৃহস্পতিবার। নতুন বছরের শুরুতেই বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে পর্যালোচনা বৈঠক পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের। রিভিউ মিটিং এ এদিন উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার। পঞ্চায়েতে কাজ নিয়ে শুনলেন সুবিধা, অসুবিধার কথা। আলোচনায় উঠে এল বাংলার বাড়ি প্রকল্প ও অন্যান্য প্রকল্পের কথাও। তবে বিরোধীদের প্রশ্ন উঠে আসে একাধিক অভিযোগ। উন্নয়ন নিয়ে কার্যত তুঙ্গে তরজা।
উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান, মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক রাজর্ষি মিত্র, মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান,

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা সহ প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা।
এদিন মন্ত্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার বলেন " সকলের সঙ্গে কথা হল। ছোটখাটো সমস্যাগুলো আমরা এখানেই নিরসন করতে পারি, জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সেগুলো এখানেই অনুরোধ করেছি সমাধান করা হবে। মূল ব্যাপার ছিল যেগুলো কাজ আরেকটু গতিময় হলে আমরা আমাদের যে লক্ষ্য সেগুলো সম্পূর্ণ করতে পারব এই আর্থিক বর্ষে, সেগুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছে"।
বিরোধীদের প্রশ্নে উঠে আসে একাধিক অভিযোগ। সরব হন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের কংগ্রেস দলনেতা আব্দুল লাহিল কাফি, সদস্য তহিদুর রহমান । তাদের অভিযোগ -মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদে সাধারন সভা হচ্ছে না, মুর্শিদাবাদে উন্নয়নে কোটি কোটি টাকা আটকে! উন্নয়ন স্তব্ধ! কৃষক, শ্রমিকদের দাবি ব্রাতই থাকল পর্যালোচনা বৈঠকে!

গ্রামীণ চিকিৎসকদের জেলা সম্মেলন করে চমক আলহাজউদ্দিনের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের স্বাস্থ্য শিক্ষা সহ সমাজসেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেখ আলহাজ উদ্দিন। একাধারে তিনি দুটি বৃহৎ হসপিটালের মালিক। নিজের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ স্বাস্থ্য সংগঠন প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের তিনি রাজ্য চেয়ারম্যান। ২৩ টি জেলা জুড়ে তার বিস্তার এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তার একটা বড় ভূমিকা আছে। এরপর অবহেলিত গ্রামীণ চিকিৎসকদেরকে নিয়ে তিনি একটি বড় ভূমিকা পালন করতে চলেছেন। বর্ধমান সংস্কৃত লোকমঞ্চে পূর্ব বর্ধমান গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের যৌথ মঞ্চের প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো সেখ আলহাজ উদ্দিনের উদ্যোগে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মদক্ষ বিশ্বনাথ রায়, পূর্ব বর্ধমান ড্রাগ কন্ট্রোলের ডিরেক্টর মানস চক্রবর্তী প্রমুখ। সম্মেলনে পনেরশোর বেশি চিকিৎসক এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন । মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ গ্রামীণ চিকিৎসকদের ভূমিকার প্রশংসা করে তাদের দাবি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

তেহট্টে শুরু হল সবলা মেলা

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে নদিয়া জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও নিযুক্তি দপ্তর এবং তেহট্ট মহাকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে তেহট্ট হাই স্কুল প্রাঙ্গনে শুরু হল সবলা মেলা। মহিলাদের হাতের তৈরি নানা শিল্পকর্ম বিক্রির জন্যই রাজ্য সরকার সবলা মেলার আয়োজন করে থাকে , যাতে করে মহিলারা স্বনির্ভর হতে পারেন । এদিন মেলার উদ্বোধনীতে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মহুয়া মৈত্র, নদীয়া জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতান মীর , কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম ঘোষ, তেহট্ট মহকুমা শাসক অনন্যা সিং, তেহট্ট বিধানসভার বিধায়ক তাপস কুমার সাহা, করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায়, এসডিপিও তেহট্ট শুভতোষ সরকার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ।

ভিক্টোরিয়া কলেজে কেশব চন্দ্র সেন স্মরণ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার ব্রক্ষানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় আলোচনায় উঠে আসে মাধ্যমে কেশবচন্দ্র সেনের জীবন ও তাঁর আদর্শক। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মৈত্রীলাল কাঞ্জিলাল কেশব চন্দ্র সেন সম্পর্কে সুন্দর বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের অধ্যাপিকা ড. জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়। তিনি কেশব চন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার দিকগুলো আলোচনা করেন। কলেজের আবাসিক ছাত্রীরা মুগ্ধ হয় সেই আলোচনায়। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন কলেজের সম্পাদক তপব্রত ব্রহ্মচারীসহ অনেকে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তথ্যচিত্র পরিচালক মুজিবর রহমান ।

প্রথম নজর

মেক্সিকো জাদুঘর থেকে ভেঙে ফেলা হলো নেতানিয়াহুর ভাস্কর্য

আপনজন ডেস্ক: মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটির জাদুঘরে দখলদার ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর একটি মোমের ভাস্কর্য ভেঙে ফেলেছেন ফিলিস্তিনপন্থী এক বিক্ষোভকারী। হাতুড়ি দিয়ে ভাস্কর্যটি ভাঙেন তিনি। মেক্সিকোর 'বয়কট, বিনিয়োগ এবং নিষেধাজ্ঞা আন্দোলন' বা বিডিএস-এর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ভাস্কর্যটির একটি ছবি শেয়ার করা হয়েছে। যার চারপাশের মেঝেতে রক্তের মতো লাল রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিতে একটি ফিলিস্তিনি পতাকাও দেখা যাচ্ছে।

বিডিএস তাদের পোস্টে বলেছে, ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরটিতে বিখ্যাত শিল্পী, অভিনেতা, ক্রীড়াবিদ, বিশ্বনেতা এবং পৌরাণিক ব্যক্তিত্বের আদলে তৈরি প্রায় ২৬০টি মোমের ভাস্কর্য রয়েছে। সেখানে একজন 'গণহত্যা পাগল' ব্যক্তির ভাস্কর্য কেন রাখা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

বিডিএস পরে অনলাইনে ঘটনার একটি ভিডিও শেয়ার করে, যেখানে ব্রিটিশ রাজপরিবারের মোমের মূর্তির ছবি দেখানো হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, হামলাকারী ব্যক্তিকে প্রথমে ভাস্কর্যটিতে লাল রঙ মেখে দেন। তারপর হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে থাকেন। সবশেষে ধাক্কা দিয়ে ভাস্কর্যটি ফেলে দেন। এ সময় তাকে 'ফিলিস্তিন দীর্ঘজীবী হোক, সুদান দীর্ঘজীবী হোক, ইয়েমেন দীর্ঘজীবী হোক, পুয়ের্তো রিকো দীর্ঘজীবী হোক' বলে শ্লোগান দিতে দেখা যায়।

এদিকে, দখলদার ইসরাইলের মেক্সিকো দূতাবাস এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এটি একটি 'ঘৃণ্য কাজ'। মূর্তি ভাঙার বিষয়টি হানাহানি, অসহিষ্ণুতা এবং ঘৃণার বার্তা দিচ্ছে বলেও দাবি করে তারা।

বন্দিদশায় ইসলাম গ্রহণকারী তালেবান শাসনের ভক্ত সেই টিমোথির মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান টিমোথি উইকস মারা গেছেন। ইসলামে প্রবেশের পর তিনি নিজের নাম জিব্রাইল ওমর রেখেছিলেন। বুধবার (৮ জানুয়ারি) তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আফগানিস্তানের তালেবান কর্তৃপক্ষ। খবর সামাটিভির। আফগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতি জানিয়েছে, দীর্ঘ সময় ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করার পর তিনি মারা গেছেন। ওমর একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি ২০১৬ সালের কাবুলের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়ার সময় তার এক আমেরিকান সহকর্মীর সঙ্গে অপহৃত হন। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি জিম্মি ছিলেন। ২০১৯ সালে তালেবানদের সঙ্গে বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

বন্দিদশায় ইসলাম গ্রহণকারী ওমর ২০২২ সালে আফগানিস্তানে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন, যখন তালেবানরা দেশটির নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়। আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, আফগানিস্তান এবং ইসলামিক আমিরাতের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। তালেবানদের বিজয় উদযাপন করতে তিনি কাবুলে ফিরে এসেছিলেন।' ওমর কাবুলে একজন ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন এবং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য তার নিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আফগানিস্তানে থাকাকালীন, তিনি ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করেছিলেন।

তালেবান সরকার এক বিবৃতিতে তার পরিবার এবং বন্ধুদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

গাজা যুদ্ধ বন্ধ করতে কঠোর হুঁশিয়ারি ইসরাইলি সেনাদের বাবা-মায়ের

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলি সেনাদের ৮০০ জন মা-বাবা দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে গাজা যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ না নেয়া হলে আপোষহীন সংগ্রামের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

বুধবার (৯ জানুয়ারি) উত্তর গাজায় তিন ইসরাইলি সেনা নিহত ও দু'জন আহত হওয়ার পর এক বিবৃতিতে এই ঘোষণা দেন তারা। ইসরাইলি গণমাধ্যম চ্যানেল-১২ এর এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় যুদ্ধরত ও সংরক্ষিত সেনাদের ৮০০ জন পিতামাতা এসে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন খুব দ্রুত এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটান। এক বিবৃতিতে তারা জানান, আমরা প্রধানমন্ত্রীকে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অবসানের আহ্বান জানিয়েছি। আমরা আরো বলেছি, যেন একটি বন্দীবিনিময় চুক্তি করে গাজায় থাকা ইসরাইলিদের দ্রুত ফেরানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। এ বিষয়ে আমরা একটি আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করব। গাজাকে আমাদের সন্তানদের সলীল-সমাধি হতে দেব না। উল্লেখ্য, গতকাল বুধবার উত্তর গাজায় তিন ইসরাইলি সেনা নিহত এবং আরো তিনজন আহত হয়। এর মধ্য দিয়ে গাজায় নিহত ইসরাইলি সেনাদের সংখ্যা ৪০১ জনে পৌঁছেছে।

৪ দেশ নিয়ে 'বৃহত্তর ইসরাইলের' মানচিত্র প্রকাশ, আরব দেশগুলোর কড়া প্রতিবাদ

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের চারটি আরব দেশের ভূখণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে 'বৃহত্তর ইসরাইলের' মানচিত্র প্রকাশ করেছে তেল আবিব। নতুন মানচিত্রে ফিলিস্তিন, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননের ভূখণ্ডকে বৃহত্তর ইসরাইলের অংশ বলে দাবি করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। চলতি সপ্তাহে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওই মানচিত্রটি ছড়িয়ে পড়ে। এতে ফিলিস্তিন, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কথিত 'বৃহত্তর ইসরাইলের' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই মানচিত্র প্রকাশের পরই নিন্দার ঝড় উঠেছে। অধিকৃত পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র নাবিল আবু-রুদেইনে ওই মানচিত্রকে সব আন্তর্জাতিক আইন ও প্রস্তাবের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইসরাইলের দখলদারির নীতি, অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের হামলা এবং আল-আকসা মসজিদের বিরামহীন অবমাননা বন্ধ করতে জরুরি ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

জর্ডানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরাইলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত মানচিত্রকে 'উস্কানিমূলক ও ভিত্তিহীন' বলে উল্লেখ করেছে। তারা বলছে, বর্ণবাদের ভিত্তিতে নেয়া ইসরাইলি পদক্ষেপ যেমন জর্ডানের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করতে পারবে না, তেমনি তা ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারও লঙ্ঘন করতে পারবে না। সেইসঙ্গে ইসরাইল সরকারকে অবিলম্বে এ ধরনের উস্কানিমূলক পদক্ষেপ ও বেপরোয়া বক্তব্য-বিবৃতি বন্ধ করতে বলেছে জর্ডানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তা না হলে এসব পদক্ষেপ কেবল মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করবে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।

এছাড়া সেদি আরবও ওই ইসরাইলি মানচিত্রের নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান করেছে সৌদি আরব। রিয়াদ বলেছে, এই ধরনের চরমপন্থি দাবি ইসরাইলের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, যা তাদের দখলদারিকে সুসংহত করতে, রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বের ওপর প্রকাশ্য আক্রমণ চালিয়ে যেতে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়ম লঙ্ঘন করতে চায়।

সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই অঞ্চল এবং জনগণের বিরুদ্ধে ইসরাইলের আইন ও নিয়ম লঙ্ঘন বন্ধে তাদের ভূমিকা পালন করার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছে। এ ছাড়া অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব এবং তাদের সীমানার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে সৌদি।

তবে এ বিষয়ে এখনও সিরিয়া ও লেবাননের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

লস অ্যাঞ্জেলেসে ভয়াবহ দাবানলে কমপক্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন এবং প্রায় ৭০ হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শহরটির চারপাশে একাধিক দাবানল এখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে। প্যাসিফিক প্যালিসেডস, ইটন, এবং হার্স্ট এলাকায় প্রচণ্ড বাতাসের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আগুনের মুখোমুখি হয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস হিমশিম খাচ্ছে। ইতিমধ্যে ১,০০০টির বেশি ভবন আগুনে পুড়ে গেছে। এলাকার আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি দেখা যাচ্ছে।

মার্কিন সমর্থিত সেনাপ্রধান জোসেফ আউনকে লেবাননের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত লেবাননের সেনাপ্রধান জোসেফ আউন দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। পার্লামেন্টের দুই দফা ভোটাভুটির পর তাকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) বিকেলে ১২৮ আসনের পার্লামেন্ট থেকে ৯৯ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন আউন। দ্বিতীয় দফার ভোটে তার কেবল একটি সাধারণ সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল। ২০২২ সালের অক্টোবরে মিশেল আউনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে ভূমধ্যসাগরীয় দেশটিতে কোনো প্রেসিডেন্ট নেই। হিজবুল্লাহর আন্দোলন ও বিরোধীদের মধ্যে উত্তেজনার ফলে আগের এক ডজন ভোট ভেস্তে গেছে। এক প্রতিবেদনে সিএনএন জানিয়েছে, ওয়াশিংটন ও রিয়াদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে জোসেফ আউনের। নির্বাচনেও তার পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্র জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়েছে। লেবাননের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সাধারণত একজন ম্যারোনাইট খ্রিস্টান।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে নাম ঘোষিত হওয়ার পর আউন কার্যকরভাবে তার সামরিক দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। বেসামরিক পোশাক পরে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে পার্লামেন্টে যান।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় গত নভেম্বরে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে একটি চুক্তিও দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ত্বরান্বিত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

জার্মানিতে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ গৃহহীন

আপনজন ডেস্ক: জার্মানিতে পাঁচ লাখ ৩১ হাজার ৬০০ মানুষের স্থায়ী আবাসন নেই বলে জানিয়েছে আবাসন, নগর উন্নয়ন ও ভবন মন্ত্রণালয়। দ্বিতীয়বারের মতো প্রকাশিত হোমলেসনেস রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। গৃহহীনদের মধ্যে চার লাখ ৩৯ হাজার ৫০০ জনকে জরুরি আবাসন সহায়তা ব্যবস্থাপনায় রাখা হয়েছিল। আর ৬০ হাজার ৪০০ জন গৃহহীন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের বাসায় ছিলেন। বাকি গৃহহীনেরা রাস্তায় বা অস্থায়ী আবাসনে বাস করছেন। এই তথ্যগুলো ২০২৪ সালের জানুয়ারির শেষে নেওয়া।

২০২২ সালে গৃহহীনদের নিয়ে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সেই সময় গৃহহীনের সংখ্যা ছিল দুই লাখ ৬৩ হাজার। অর্থাৎ এবার সংখ্যাটি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তবে মন্ত্রণালয় বলছে, প্রথমবার রিপোর্ট প্রকাশের সময় তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা ছিল। এছাড়া বুধবার প্রকাশিত রিপোর্টে এক লাখ ৩৬ হাজার ইউক্রেনীয় শরণার্থীরা অন্তর্ভুক্ত আছেন। বিকল্পের অভাবে তারা শরণার্থী আবাসনে বাস করছেন। এই ইউক্রেনীয়রা প্রথম রিপোর্ট প্রকাশের পর জার্মানিতে এসেছেন।

আবাসন, নগর উন্নয়ন ও ভবন মন্ত্রী ক্লারা গেভিৎস জানান, গৃহহীন সমস্যা সমাধানে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, 'সাশ্রয়ী মূল্যের আরও আবাসন তৈরি করতে এবং গৃহহীনদের জন্য নিজস্ব বাসস্থান খুঁজে পাওয়া সম্ভব করতে জার্মানি ২০২৮ সালের মধ্যে সামাজিক আবাসনে ২০ বিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ করছে।'

গত বছর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যে প্রতি রাতে প্রায় ১০ লাখ মানুষ গৃহহীন অবস্থায় ছিলেন বলে জানিয়েছে 'ইউরোপিয়ান ফেডারেশন অফ ন্যাশনাল অর্গ্যানাইজেশনস ওয়ার্কিং উইথ দ্য হোমলেস'।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পশ্চিম তীরকেও গাজার মতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে চায় ইসরায়েল: হারেৎজ

আপনজন ডেস্ক: গাজার মতো অধিকৃত পশ্চিম তীরকেও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে চাইছে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার। বুধবার (৮ জানুয়ারি) এক সম্পাদকীয়তে ইসরায়েলি দৈনিক হারেৎজ এমনটাই বলছে। ইসরায়েলের গণহত্যার কারণে পশ্চিম তীরজুড়ে উত্তেজনা বাড়ছেই। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে প্রায় ৪৬ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে ইসরায়েলিরা, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দখলকৃত পশ্চিম তীরের ভূখণ্ডেও ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গুলিতে এ পর্যন্ত অন্তত ৮৪৪ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৬ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। দৈনিক হারেৎজ বলছে, বেশিরভাগ ইসরায়েলি ৭ অক্টোবরকে দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হিসেবে দেখলেও ডানপন্থিদের কেউ কেউ এটাকে একটি সুযোগ হিসেবে দেখছেন। অধিকৃত ভূখণ্ডে বন্দুক হামলায় তিন অবৈধ ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী নিহত হওয়ার পরপরই গত সোমবার নেতানিয়াহু পশ্চিম তীরে ধারাবাহিক সামরিক পদক্ষেপের অনুমোদন দেন। তার অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ পশ্চিম তীরের জেনিন ও নাবলুস শহর ধ্বংস করার আহ্বান জানিয়েছেন, যেমনটি ঘটেছে উত্তর গাজার জাবালিয়ায়। সোমবারের হামলার প্রতিশোধ নিতে অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনের বেশ কয়েকটি শহরে হামলা চালিয়েছে। দখলকৃত অঞ্চলে গাড়ি ও সম্পত্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হারেৎজ বলছে, পশ্চিম তীরের ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা গাজায় কী ঘটছে, তা দেখছে এবং ঈর্ষায় ফুঁসছে। অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা পশ্চিম তীরে ধ্বংসাত্মক সামরিক অভিযান চালানোর জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজকে আহ্বানও জানিয়েছে। নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টির সদস্যরা আভিচে বুয়ারন মঙ্গলবার এক রেডিও সাক্ষাৎকারে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকেও 'নিরস্ত্র' করার আহ্বান জানিয়েছে।

হারেৎজ বলছে, অবৈধ ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের বহিষ্কার এবং বাড়িঘর ও অবকাঠামো ধ্বংস করার জন্য 'সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের' আহ্বান জানাতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য অধিকৃত ভূখণ্ডে বৃহত্তর ইসরাইল বর্ণবাদ চাপিয়ে দেওয়া।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৫মি.

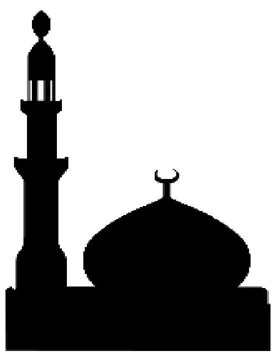

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৩	৬.১৯
যোহর	১১.৪৯	
আসর	৩.৩৩	
মাগরিব	৫.১৫	
এশা	৬.২৯	
তাহাজ্জুদ	১১.০৪	

ইরানের কারাগারে সুইস নাগরিকের আত্মহত্যা

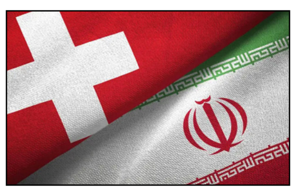

আপনজন ডেস্ক: ইরানের সেমনান প্রদেশের একটি কারাগারে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আটক এক সুইস নাগরিক আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছেন এক বিচারিক কর্মকর্তা। বৃহস্পতিবার সেমনানের প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ সাদেঘ আকবারি এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে আকবারি বলেন, আজ সকালে সেমনান কারাগারে এক সুইস নাগরিক আত্মহত্যা করেছেন।

ইরান থেকে মুক্ত সাংবাদিককে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে ইতালির প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ইরানে তিন সপ্তাহ আটক থাকা এক ইতালীয় সাংবাদিককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বুধবার (৮ জানুয়ারি) মুক্তির পর ২৯ বছর বয়সী সিসিলিয়া সালাকে বহনকারী একটি বিমান রোমের সিয়ামপিনো বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিসিলিয়ার পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি তাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত হন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। সালা বিমান থেকে নেমে দৌড়ে তার প্রেমিক ড্যানিয়েল রাইনেরিকে জড়িয়ে ধরেন। পরে তিনি বিমানবন্দরে মেলোনিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হাস্যোজ্জ্বল একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। সালার মুক্তি মেলোনির জন্য একটি বড় কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সিসিলিয়ার দেশে ফেরার ঘোষণায় মেলোনির কার্যালয় থেকে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে সালার বাবা-মাকে অবহিত করেছেন এবং এই মুক্তির কৃতিত্ব দিয়েছেন সরকারের 'কূটনৈতিক ও গোয়েন্দা চ্যানেলের কাজকে'।

ইরানি প্রচারমাধ্যম কেবল বিদেশি প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে সাংবাদিকের মুক্তির বিষয়টি স্বীকার করেছে। ইরানি কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

ইসলামিক আদর্শে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষার সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মদিনা মিশন
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর
কোলকাতা- ৭০০১৪৯
Mob.: 9830401057
Govt. Regd No.- 1033/00241
Email: madinamission949@gmail.com
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি
সীমিত সংখ্যক আসনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে।
ঃঃঃ আমাদের পরিষেবা ঃঃ
● তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসারে পড়ানো হয়।
হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদ্বারা মণিটরিং করানো হয়।
● আরবি বিভাগ-
আবাসিক ছাত্রদের ১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী এবং মাওলানা কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা প্রদান করা হয়।
● গরিব এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে রাখা হয়। এতিম শিশুদের আধুনিক ও দ্বিনি শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম মদিনা মিশন।
সভাপতি- মুফতি লিয়াকাত সাহেব
সহ-সভাপতি- ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারপতি)
হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল্লাহ সর্দার, মাস্টার আব্দুল বাসার
সম্পাদক- ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সম্পাদক- আব্দুর রহমান, সৈয়দ রহমাতুল্লাহ
প্রধান শিক্ষিকা- সাবিনা সেখ
পথ নির্দেশ- শিয়ালদহ ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে করিয়া মল্লিকপুর স্টেশন হইতে টোটো কিংবা রিক্সা করে মদিনা মিশন দঃ চৌহাটি হাঁটাপথ ২০মিনিট।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ২৫ পৌষ ১৪৩১, ৮ রজব ১৪৪৬ হিজরি

আশঙ্কা

করোনা মহামারির কথা আমরা যখন ভুলিতে বসিয়াছি, তখন সারা পৃথিবীতে আবার করোনার সংক্রমণ বাড়িতেছে বলিয়া কিছুদিন আগেও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া জার্মানি, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, ফিলিপাইন, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে বলিয়া জানা যায়। যদিও তাহা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে এবং আবার ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা তেমন একটা নাই। করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কার এবং ইহার আরো উন্নত সংস্করণের সহজলভ্যতা এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু করোনার উত্পত্তিস্থল চীনে নূতন করিয়া যে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে আমাদের কপালে ভাঁজ বাড়িতেছে বইকি। শুধু তাহাই নহে, গতকাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু (ডব্লিউএইচও) স্বয়ং এই ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। করোনার বেলায়ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সতর্কতামূলক প্রতিবেদন ছাপানো হইয়াছিল শুরুর দিকেই। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল, এমনকি কোনো কোনো উন্নত দেশও এই বিষয়টি আমলে না নেওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়া যায়। এইবারও কি আমরা অবহেলা ও অসতর্কতার পরিচয় দিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিব?

চীনের নূতন ভাইরাসের এই সংক্রমণকে অজানা নিউমোনিয়া হিসাবে দেখানো হইতেছে। এমনিতেই করোনা মহামারির ধাক্কা আমরা এখনো কাটিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার অভিঘাতে বিশ্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে মারাত্মকভাবে। এখন আবার এই নূতন আপদ ও বিপদে উদ্বেগ ও উত্কণ্ঠা দেখা দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, অজানা ও রহস্যজনক এই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইতেছে বেইজিং ও লিয়াওনিংয়ের শত শত শিশু। হাসপাতালগুলিতে তিল ধারণের ঠাঁই নাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতে চীনা নাগরিকদের শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার ঝুঁকি কমাইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছে। অনেক তথ্য না পাওয়ার কারণে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যাইতেছে না। তবে পরিস্থিতি যাহাই হউক, বাংলাদেশকে আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দরগুলিতে এখন হইতেই নজরদারি বৃদ্ধি করিবার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হইবে। কথায় বলে, সাবধানের মাইর নাই। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির ইহাই সবচাইতে জরুরি কর্তব্য। গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের প্রতিনিধিরা সেই দেশটিতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেন। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা এক্স-এ পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, আগের তিন বত্সরের একই সময়ের তুলনায় চীনের উত্তরাঞ্চলে অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা বাড়িয়া গিয়াছে আশঙ্কাজনকভাবে। এখানকার শিশুদের মধ্যে ইহার আগে নির্ণয় করা হয় নাই, এমন নিউমোনিয়ার ক্লাস্টার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। চীনা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হইল, শ্বাসকষ্টের অসুস্থতার স্পাইকটি কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ তুলিয়া নেওয়া এবং পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বাড়িতে পারে। এমন মুহূর্তে প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং চিকিত্সাবিজ্ঞানীদের নেটওয়ার্ক বাড়ানো উচিত, যাহাতে দ্রুত এই ভাইরাসটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, সারস-কোভ-২, আরএসভি ও মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়াসহ পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও তাহা মোকাবিলায় বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির কারণে আবার মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের তাগিদ আমরা অনুভব করিতেছি। চীনের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেই ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে নজর দিতে হইবে। যাহারা অসুস্থ তাহাদের হইতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক। ইহা ছাড়া আবার নিয়মিত হস্ত ধৌত করিবার অভ্যাস আমাদের রপ্ত করিতে হইবে। চীনের নূতন ভাইরাস সম্পর্কে রহস্য উদ্ঘাটন ও সেই অনুযায়ী নূতন টিকার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকিতে হইবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এখনই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হইবে।

• • • • • • • • • • • •

বিশ্বব্যবস্থায় ‘নিয়মতান্ত্রিকতা’র বিভ্রম কি ছুড়ে ফেলা হবে?

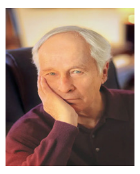

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে চলতি মাসেই দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ নিয়ে একধরনের অনিশ্চয়তায় পড়েছে বাকি বিশ্ব। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর ভূমিকা বিশ্বব্যবস্থার বর্তমান রীতিনীতি পাল্টে দিতে পারে, এমন আশঙ্কা দেখছেন অনেকে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে কী ধরনের পরিবর্তন হতে পারে, তা নিয়ে লিখেছেন **রিচার্ড ফক...**

নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের লেনদেনমুখী রাজনীতি অভিবাসীদের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি ডেকে আনবে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের দমননীতির প্রতি সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

ট্রাম্পের স্বভাব চঞ্চল। পরিস্থিতিও অপরিবর্তিত। তবু তিনি প্রতিশোধের রাজনীতি থেকে সমঝোতার রাজনীতিতে হঠাৎ কেন এলেন?

এই পরিবর্তনেরও কোনো ব্যাখ্যা ট্রাম্প দেননি। এমন অবস্থার মধ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে, তা অনুমান করতে যাওয়া বোকামি হবে।

ট্রাম্পের কথাবার্তায় তাঁর মতাদর্শ কট্টর বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। আর এবার তিনি শক্তিশালী নির্বাচনী ম্যান্ডেট নিয়ে হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করবেন। কংগ্রেসের উভয় কক্ষই রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে। সুপ্রিম কোর্টে রয়েছে অতিরক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন।

এই সব মিলে স্পষ্টতই যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ট্রাম্পের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা তৈরি হয়ে আছে। তবে সামনের পথটি অনেক বন্ধুর হবে। কিছু বড় চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা সামনে অপেক্ষা করছে। এসব বাধা ট্রাম্পের প্রশাসনের লক্ষ্য ও ক্ষমতাকে কঠিন করে তুলতে পারে।

তাঁর প্রশাসনের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা কঠিন। তবে তাঁর পূর্ববর্তী শাসনকালে যে ধরনের বিভেদ ও উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল, এবার সেগুলো আরও গভীর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মার্কিন রাজনীতিতে এই নতুন অধ্যায় শুধু অভ্যন্তরীণ নয়, বিশ্বজুড়েই প্রভাব ফেলতে পারে।

ট্রাম্প এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে হোয়াইট হাউসে যাননি। তবে তাঁর প্রেসিডেন্সির কিছু দিক ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটি প্রায় নিশ্চিত যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী লাখ লাখ অনথিভুক্ত অভিবাসীদর জীবন প্রথম দিন থেকেই দুর্বিষহ করে তুলবেন। নিউ অর্লিয়েন্সে সাধারণ মানুষের ওপর গাড়ি তুলে দেওয়ার ঘটনার জন্য ট্রাম্প দুর্বল সীমান্ত নিরাপত্তাকে দায়ী করেছেন। এটা আদৌ ভালো কোনো ইঙ্গিত দেয় না। এ ঘটনা আমেরিকান সেনাবাহিনীর একজন সাবেক সদস্যের কাজ ছিল, যিনি সম্প্রতি ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন।

অভিবাসননীতির প্রতি ট্রাম্পের যে উগ্র মনোভাব, বিশেষ করে আশ্রয়প্রার্থী ও যথাযথ নথিপত্র ছাড়া সীমান্ত অতিক্রমকারী অভিবাসীদের প্রতি তাঁর বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি, তা বাস্তবায়িত হওয়ার পথে রয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি যাঁকে সীমান্তের কোতোয়াল হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে জানিয়েছেন—পরিবারগুলোর পুরোপুরি নির্বাসন কার্যকর করতে হবে। এমনকি তাদের মধ্যে ‘ন্যাচারালাইজড’ নাগরিক থাকলেও ছাড় দেওয়া যাবে না।

এই নীতির বাস্তবায়ন অমানবিক ও নির্মম হতে পারে। ট্রাম্প কিছু সময়ের জন্য এই নির্মম কাজ চালিয়ে যাবেন বলেই মনে হয়। কিন্তু শ্রমবাজারের অর্থনৈতিক বাস্তবতা দ্রুত এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে শ্রমিকের অভাবে বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি হতে পারে। এটি মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়াবে এবং ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য কৌশলগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। এমন পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের এই নীতিগুলো দীর্ঘ মেয়াদে কতটা কার্যকর বা টেকসই হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, অভিবাসন প্রশ্নে তাঁর প্রশাসনের নীতিমালা যুক্তরাষ্ট্রে মানবিক ও অর্থনৈতিক দুই ক্ষেত্রেই গভীর প্রভাব ফেলবে। উচ্চপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ কর্মীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভবিষ্যতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। এ ধরনের দক্ষ কর্মীদের প্রতি বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ, একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তারা অপরিহার্য। এ কথা ট্রাম্পের প্রধান উপদেষ্টা ইলন মাস্ক বারবার তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এই উদ্বেগ আরও প্রকট হবে, যদি ট্রাম্প তাঁর ঘোষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। এই পরিকল্পনায় কানাডা ও মেক্সিকো থেকে আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে চীনা পণ্যের ওপর শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপের কথাও।

এ ধরনের নীতি পারস্পরিক ধ্বংসাত্মক বাণিজ্যযুদ্ধের সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় হিসেবে বিবেচিত হবে। এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে উভয় দেশের ওপর।

অতএব এ খাতে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য বিনিয়োগ ও বাণিজ্যনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে যে শুধু অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে তা-ই নয়, বরং আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও এর ইতিবাচক ভূমিকা থাকবে।

রাশিয়া-ইউক্রেন

বৈদেশিক নীতিতে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির ভবিষ্যৎ কিছুটা মিশ্র ও অনিশ্চিত। তবে সন্দেহ নেই যে তা হবে বৈশ্বিকভাবে বিপজ্জনক।

অভিবাসননীতির প্রতি ট্রাম্পের যে উগ্র মনোভাব, বিশেষ করে আশ্রয়প্রার্থী ও যথাযথ নথিপত্র ছাড়া সীমান্ত অতিক্রমকারী অভিবাসীদের প্রতি তাঁর বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি, তা বাস্তবায়িত হওয়ার পথে রয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি যাঁকে সীমান্তের কোতোয়াল হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে জানিয়েছেন—পরিবারগুলোর পুরোপুরি নির্বাসন কার্যকর করতে হবে। এমনকি তাদের মধ্যে ‘ন্যাচারালাইজড’ নাগরিক থাকলেও ছাড় দেওয়া যাবে না।

শুরুর দিকে ট্রাম্প সম্ভবত নিজেকে একজন শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে জাহির করতে চান, বিশেষ করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ক্ষেত্রে। এই সংঘাত এমন এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, যা তিনি তাঁর প্রথম মেয়াদে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এবার দেখা যাবে, তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করবেন কি না? আর তা করলে আটলান্টিক জোটকে পাশ কাটাতে হবে। এ জোটের সঙ্গে সদ্ভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকার বৈদেশিক নীতির একটি মূল অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

জো বাইডেনের প্রেসিডেন্সির সময় যুদ্ধবিরতি ও কূটনৈতিক সমঝোতা করা সুযোগটিকে মারাত্মকভাবে অবহেলা করা হয়েছে। বাইডেন প্রশাসন রাশিয়াকে ভূরাজনৈতিকভাবে পরাজিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। ফলে ইউক্রেন ও তার জনগণ বিপর্যয়ের মুখেও পড়েছে।

ট্রাম্প যদি এই দিক পরিবর্তন করে ফেলেন, তাহলে ন্যাটো অনুরাগীরা ইউরোপীয় নিরাপত্তাব্যবস্থাগুলোর পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হবেন। আমেরিকার স্টেট পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হবে। অথবা এমনও হতে পারে যে রাশিয়াকে বাইরে আর ন্যাটোকে ভেতরে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখতে তাদের অপ্রত্যাশিত রকম শক্তির ব্যবহার করতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে নীতিগত অগ্রাধিকার নিয়ে কাহিনি আলাদা। ট্রাম্প যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায়, তিনি বাইডেনের ইসরায়েলের প্রতি শর্তহীন সমর্থনকেও ছাড়িয়ে যেতে চান। গাজায় গণহত্যা, ভূমি দখল, জাতিগত নিধন অভিযান এবং দখল করা পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনের সম্প্রসারণ এবং বেআইনি সহিংসতা চলতে থাকলেও ট্রাম্প এই সমর্থন কমাবেন না।

ট্রাম্প ইচ্ছামতো রাজনৈতিক নিয়োগ এবং অসংযত মন্তব্যের মাধ্যমে দৃশ্যত গাজায় ঝামেলা শেষ করতে চান। আর এই ঝামেলা শেষ করা মানে কেবল ফিলিস্তিনিদের মুছে ফেলা। কারণ, এই ফিলিস্তিনিরা ‘নদী থেকে সাগর’ পর্যন্ত বৃহত্তর ইসরায়েল প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

এ ছাড়া এমনটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে ট্রাম্প আরও দৃঢ়ভাবে ইরানের বিরুদ্ধে শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সম্ভবত ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ধ্বংস করা আর তেহরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্যও সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নেবেন তিনি।

এই নীতিগুলো বাস্তবায়িত হয়ে গেলে এর জন্য অনেক ঝুঁকি পোহাতে হবে। এর পরিণতি হতে পারে বিপজ্জনক। অনেক ঝামেলার মধ্যে অন্যতম হতে পারে বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধের আশঙ্কা এবং দুনিয়াজুড়ে আমেরিকাবিরোধী অনুভূতির জেগে ওঠা।

এসবের কারণে ইসরায়েল সামনের দিনে একঘরে ব্রাত্য রাষ্ট্র হয়ে যাবে, দুর্বল হয়ে যাবে। আরব বিশ্বের জনগণ তাদের পশ্চিমমুখী দমনমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে। ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার আন্দোলনে তা শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্বের সমস্যার প্রতি অবজ্ঞা

অবশেষে ট্রাম্প ও তাঁর দল আন্তর্জাতিকতাবিরোধী মনোভাবের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরেই ট্রাম্প অতিরিক্ত জাতীয়তাবাদী এবং দেওয়া-নেওয়ার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে কট্টর সমর্থন দেখিয়ে আসছেন।

ট্রাম্প বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোকে তাচ্ছিল্য করেন। দুনিয়াব্যাপী প্রকট হওয়া সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। জলবায়ু পরিবর্তন বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়েও তিনি মাথা ঘামাতে আগ্রহী নন।

জাতিসংঘ যদি আমেরিকার কৌশলগত অগ্রাধিকারকে সমর্থন করে, কেবল তাহলেই তা আমেরিকার কাছে পাত্তা পাবে। কিন্তু জাতিসংঘ যদি সাহস করে ট্রাম্পের কোনো পদক্ষেপকে নিন্দা বা বিরোধিতা করে, তাহলে ট্রাম্প অবশ্যই হুমকি দেবেন। এরপর আমেরিকার তহবিল প্রত্যাহার করে দেবেন। এমনকি জাতিসংঘ থেকে আমেরিকার অংশগ্রহণ প্রত্যাহার করা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

যুক্তরাষ্ট্রকে কোনোভাবে বাধা দিলে ট্রাম্প আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের ‘নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা’ নামের কপটতাকে বিদায় বলার সময় এসে গেছে। এই ব্যবস্থা মূলত মার্কিন নেতৃত্বাধীন ভূরাজনৈতিক ব্যবস্থারই এক প্রতিশব্দ।

ট্রাম্প সম্ভবত অজান্তেই মানবজাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক আইনের বাধাগুলো যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা মোটেই তোয়াক্কা করে না। কিন্তু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সেসব আইন মেনে চলতে হয়। এই সত্য একটা বিভ্রম দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন। ট্রাম্পের কর্মকাণ্ড হয়তো এই বাস্তবতা উন্মোচন করবে। কার্যত ট্রাম্পের এই মনোভাব বাইডেনের ভণ্ডামির চেয়ে অনেক ভালো।

ট্রাম্প প্রশাসন শেষ পর্যন্ত দুটি পথের মধ্যে একটি বেছে নিতে পারে। এক দিকে আছে আলাদা হয়ে থাকা। আরেক দিকে আছে আধিপত্য বিস্তার করা, যাকে বলা যায়—‘নয়া সাম্রাজ্যবাদ’। যদি আলাদা থাকার পথ বেছে নেওয়া হয়, তাহলে সম্ভবত শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী একক প্রভাবশালী বিশ্বের জায়গায় দ্রুতই এক জটিল বহুমুখী শক্তির যুগ শুরু হবে। এভাবে ট্রাম্পের প্রশাসন হয়তো একাধিক মাত্রায় প্রভাব ফেলবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামো বদলে যাবে গভীরভাবে। আগের মতো এক মেরু বিশ্বধারণা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

ট্রাম্পের আমেরিকা যদি ‘নয়া সাম্রাজ্যবাদী’ মডেল গ্রহণ করে, তাহলে তা হবে সম্ভবত ট্রাম্পপন্থী অতিজাতীয়তাবাদী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমেরিকান ‘ডিপ স্টেটের’ মধ্যে একটি আপসের ফলস্বরূপ। তখন বিভিন্ন বিরোধী কেন্দ্রগুলোর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। এর সঙ্গে শীতল যুদ্ধের একটা মিল থাকতে পারে। তবে পার্থক্যও থাকবে; যেহেতু এখন ভূরাজনৈতিক বিরোধিতার এজেন্ডাগুলোও বদলে গেছে।

এই পরিবর্তনের ফলে সংঘাতের এখন যে কোনো একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকবে না, তা প্রায় নিশ্চিত। এই নতুন যুগে ইউরোপ আর আগের মতো গুরুত্বপূর্ণ থাকবে না, বরং বহুলাংশে উপেক্ষিত হবে। ইউরোপ বিংশ শতাব্দীর বিশ্বযুদ্ধগুলোর কেন্দ্রীয় অবস্থানে ছিল। এখন আর সেই অবস্থা নেই।

রিচার্ড ফক প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

মোহাম্মদ হাসান

সিরিয়ার বিপ্লবীদের কেন এমন ভয় পাচ্ছেন মিসরের শাসকেরা

সিরিয়ায় আসাদের পতনের পর সেখানকার নতুন সরকারকে নিয়ে মিসরের শাসকদের মধ্যে ভয় ও সতর্কতা জেঁকে বসেছে। সিরিয়ার নতুন নেতৃত্বকে অসম্মান করা, তাঁদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ তৈরি করা এবং সিরিয়ার সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা নিয়ে ভীতি ছড়াচ্ছে মিসরের শাসকমহল।

সিরিয়ার এই পটপরিবর্তনের ঘটনায় আরব দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠোর প্রতিক্রিয়া আসছে মিসর থেকে। অথচ ভৌগোলিকভাবে দামেস্ক থেকে কায়রো অনেক দূরে অবস্থিত। এর বিপরীতে জর্ডান, কুয়েত, সৌদি আরব ও কাতারের মতো দেশগুলো সিরিয়ার নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। সিরিয়ার নতুন প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সৌদি আরব ও কাতার তাদের দেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান আহমদ আল-শারা যদি ইসলামি মতাদর্শের ভিত্তিতে নতুন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সফল হয় তাহলে মিসরের শাসকমহলের উদ্বেগ আরও গভীর হবে। এটি নিঃসন্দেহে মিসরের প্রেসিডেন্ট ফাত্তাহ আল-সিসির জন্য সতর্কবাতা। কারণ, তিনি ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করেন। নিষ্ঠুর সামরিক অভ্যুত্থানে ২০১৩ সালের মাঝামাঝি তিনি ইসলামপন্থীদের ক্ষমতাচ্যুত করেন।

এখন পর্যন্ত মিসরের শাসকেরা সিরিয়ার নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কাউকে দামেস্কে পাঠায়নি। তাদের কায়রোতেও আমন্ত্রণ জানায়নি। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, মিসর সরকার এখনো পরিস্থিতিকে পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারেনি। অথবা আসাদ পতনের ধাক্কা তারা সামলে উঠতে পারেনি।

প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ ৮ ডিসেম্বর পালিয়ে যাওয়ার এক মাস পেরিয়ে গেলেও সিরিয়ার সঙ্গে মিসরের সম্পৃক্ততা দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনালাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

এ সময় মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আবদেলাত্তি তাঁর সিরিয়ান অপরপক্ষ আসাদ আল-শাইবানিকে ‘সিরিয়ার ঐক্য, স্থিতিশীলতা এবং আরব পরিচয় রক্ষা করে, বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সিরিয়ার নেতৃত্বে একটি ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তন’ অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্প্রতি মিসর সিরিয়ায় ১৫ টন মানবিক সহায়তা পাঠিয়েছে। অন্যদিকে কাতার, সৌদি আরব ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সিরিয়ানদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মানবিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

গত চার সপ্তাহে মিসরের গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা, গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থার লোকজন আল-শারাকে উদ্দেশ করে ভয়ানক আক্রমণ করে চলেছেন। গুরুত্বপূর্ণ এমপি ও জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে সিরিয়ার নতুন সরকারের উদ্দেশে লিখেছেন, ‘খুনে সন্ত্রাসীদের একটি গ্যাং’।

এ ছাড়া মিসরে বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি নিরাপত্তা অনুমোদন ছাড়া সিরিয়ার নাগরিকদের মিসর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এমনকি যাঁরা ইউরোপ, আমেরিকা কিংবা কানাডায় থাকেন তাঁরাও এই বিধিনিষেধের আওতায় থাকবেন। সিরীয় কেউ মিসরীয়দের সঙ্গে বিয়ে করলেও তার ক্ষেত্রেও এই বিধিনিষেধ থাকবে।

এমন পদক্ষেপ মিসরে সিরিয়ানদের উপস্থিতি সীমিত করার ইঙ্গিত দেয়।

মিসরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, সিরিয়ার এই পটপরিবর্তন আসাদ সরকারকে পুনর্বাসনে আল-সিসির প্রচেষ্টাকে খাটো করেছে, সিরিয়ার আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতাকে ভেঙে দিয়েছে, আরব বসন্তের অধ্যায়টি বন্ধ করে দিয়েছে এবং একটি স্থিতাবস্থা সংহত হয়েছে।

১৩ বছরের বেশি সময় পর সিরিয়ায় একটি ইসলামি আন্দোলনের পুনরুত্থান মিসর, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও উপসাগরীয় দেশগুলোর সরকারগুলোর সামনে সতর্কবার্তা হিসেবে এসেছে। তারা ভয় পাচ্ছেন, সিরিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকার যদি সফল হয় তাহলে তাতে অন্যখানেও অভ্যুত্থানের প্রেরণা তৈরি হতে পারে।

দুটি বড় ঘটনা মিসরের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। এক. মধ্যপন্থী ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার কারণে সিরিয়ার নতুন সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। দুই. আসাদ-পরবর্তী সিরিয়ার স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় তুরস্কের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন।

যা হোক, সিরিয়ার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ক্ষেত্রে মিসরের সক্ষমতা অনেকখানি কমে গেছে। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, সৌদি আরব সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন দিয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আসাদ সরকারের পতনের ফলে ইরানের প্রভাব দুর্বল করেছে এবং সিরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও উপসাগরীয় স্বার্থের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছে।

সিরিয়ান আর্মি ও ডিপ স্টেট সংস্থাগুলোর বিলুপ্তি এবং নতুন সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা তৈরির কারণে মিসরের হাতে এখন বিরোধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিকল্প কম। মিসর, লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও সুদানে যে রকম প্রতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ড দেখেছি, সেটা করা এখানে কঠিন।

কুর্দি কার্ড খেলা ছাড়া সিরিয়ায় প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা চালানোর সুযোগ নেই মিসরের। কিন্তু তুরস্ক এরই মধ্যে কুর্দি গোষ্ঠীগুলোকে নিরপেক্ষ করার উদ্যোগ শুরু করেছে।

মিসরের শাসকগোষ্ঠী সিরিয়ার বিপ্লবের সম্ভাব্য ঢেউ তাদের দেশে আছড়ে পড়ার ভয় পাচ্ছে তার কারণ হলো, অর্থনৈতিক সংকট, মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি, রাজনৈতিক স্থবিরতা এবং আল-সিসির প্রতি জনসমর্থন কমে যাওয়ার মতো বিষয়গুলো রয়েছে। সন্দেহ ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ মিসরের ওপর গভীরভাবে চেপে বসার আরেকটি কারণ হলো, আল-শারা এমন একজন যিনি মিসরের আল-সিসি সরকারের প্রতি বৈরী। দামেস্কের সঙ্গে আঙ্কারার এখনকার গভীর সম্পর্ক বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

এই সব ফ্যাক্টর মিসরকে রাজনৈতিক দ্বিধার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে মিসর কি সম্পর্ক স্থাপন করবে নাকি সতর্কতার সঙ্গে অপেক্ষা করবে সিরিয়ার সরকার কখন নিজ থেকে তাদের উদ্বেগগুলো দূর করবে।

মোহাম্মদ হাসান, মিডলইস্ট মনিটরের কলাম লেখক মিডলইস্ট মনিটর থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

নারীশক্তি সশক্তিকরণ নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন খয়রাশোলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ভারত সরকারের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রনালয়ের আর্থিক সহায়তায় ও সিউড়ী নবদিশা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় এবং দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ কুমার সাহার ব্যবস্থাপনায় এদিন বৃহস্পতিবার খয়রাশোল বিধায়কের কার্যালয়ে স্থানীয় ব্লক একাকার গ্রামীন মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ৪৫ দিনের কর্মশালা শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। উল্লেখ্য দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা কিছুদিন আগে দিল্লিতে গিয়ে ভারত সরকারের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রনালয় দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং একটা চিঠিও দিয়েছিলেন যে,দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে নারী শক্তি সশক্তিকরনের উদ্দেশ্যে মহিলাদের কে ট্রেনিং দিয়ে সাবলম্বী করার ব্যাপারে । সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দপ্তর থেকে জেলা দপ্তরে চিঠি আসে। সেই মোতাবেক বিধায়কের সহযোগিতায় খয়রাসোল ব্লক এলাকার ৩৫ জন মহিলা কে চিহ্নিত করে রেডিমেড গার্মেন্টস ও হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ শিবিরে ডাক দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা,এম এস এম ই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর, সিউড়ি ব্রাঞ্চ ঋত্বিক বিশ্বাস, খয়রাসোল ইউকো ব্যাংকের ম্যানেজার ধবলেশ্বর শেঠী, নবদিগন্ত সোসাইটির সেক্রেটারি সুজিত কুমার মন্ডল, সমাজসেবী অনুপম বাগ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রসার ভারতীর সাংবাদিক শম্ভুনাথ সেন।

বিনামূল্যে ঠোঁট ও তালুকাটা সার্জারী শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

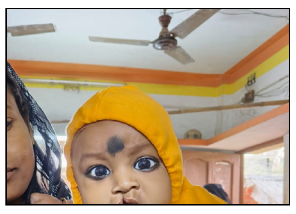

আপনজন: আন্তর্জাতিক সংস্থা 'অপারেশন স্মাইল' এর তত্ত্বাবধানে বিনামূল্যে জন্মগত ঠোঁট ও তালু কাটা যেকোনো ব্যক্তি বা বয়সের রুগিদের প্রী সার্জারী ক্যাম্প করা হল মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকলের 'আজাদ ক্লাব' প্রাঙ্গণে। এই শিবিরে উপস্থিত ৩৮ জনের মধ্যে ১৩ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের ঠোঁট,তালু এবং রাইনোপ্লাস্টি সার্জারী করার জন্য সম্পূর্ণ নিখরচায় 'অপারেশন স্মাইল" সংস্থার 'দুর্গাপুর ক্লেফ্ট সেন্টার' আই.কিউ.সিটি সুপার স্পেসালিটি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হবে । যাতায়াত, থাকা, খাওয়া, ঔষধ সবকিছু বিনামূল্যে।

বাবলা খুনে ইংরেজবাজার টাউন সভাপতিকে বহিষ্কার তৃণমূলের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটা সময় সাংবাদিক বৈঠক করে বাবলা সরকার খুনে ধৃত টাউন সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারিকে বহিষ্কার করলো ।

সাংবাদিক বৈঠকে জেলা সভাপতি আব্দুল রহিম বক্সী জানান ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল সরকার খুনের তদন্তে নেমে পুলিশ আগেই ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে । মঙ্গলবার মালদহ টাউনের তৃণমূল সভাপতি তথা হিন্দি সেলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মা কে ম্যারাথন জেরার পর নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্বপন শর্মা নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন যেই হোক না কেন দুষ্কৃতীদের ছাড়া হবে না।আইন আইনের পথে চলবে সেই দলেরই হোক বা বাইরের দুষ্কৃতী হোক। বাবলা সরকার খুনে ধৃত টাউন সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারীকে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বহিষ্কার কর হলো । বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি ঘোষ সরকার বলেন।আমি পুরোপুরি ভাবে স্যাটিসফাইড নয় । আমি শেষটা দেখতে চাইছি এর মধ্যে আর কারা কারা আছে। কারণ যারা সামনে এসেছে তারা না আর কেউ আছে এর পিছনে আরো কারা রয়েছে । কারণ ঘটনার যে নিশংসতা সেটা প্রত্যেকটা মানুষ কে এবং আমাকেও আমি রাজনীতি কলামে সাথে সাথে আমি একজন এডভোকেট আমি এটা বুঝতে পারছি ভালো করে , যে এটাতে আরো মানুষ যুক্ত আছে। ধামা চাপা দেওয়া চেষ্টা হচ্ছে কিনা সেটা বলতে পারবো না। তবে আমি দল এবং প্রশাসনের উপর বিশ্বাস রয়েছে তারা সঠিক মানুষদেরকে বার করবে, আমি অপেক্ষায় আছি। দেখা যাক আর কোথায় গিয়ে কি পৌঁছাচ্ছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করব। আমাদের এর মধ্যে স্মরণসভা রয়েছে আমার বাড়িতেও রাজ্য সভাপতি আসবে আমি তারপর মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করব। আমার যা অভিযোগ আমাকে পুলিশ জিজ্ঞাসা করলে আমি বলব। দলের নেত্রীকে আমি বলবো আমি ক্যামেরার সামনে বলবো না। মন্তব্য বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি ঘোষ সরকারের।

বাঁকুড়া জেলা ইমাম, মুয়াজ্জিন ও উলামা সংগঠনের কর্মী সম্মেলন

আর এ মন্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের ময়রাপুকুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ৮ জানুয়ারি "বাঁকুড়া জেলা ইমাম, মুয়াজ্জিন ও উলামা সংগঠনে"-র কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি ছিলেন অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস। এছাড়াও ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা ইমাম প্রতিনিধি হাফেজ শামসের আলম, বাঁকুড়া জেলা সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক কারী মুহিবুল্লাহ ও মাওলানা আসাদুল হক, কোষাধ্যক্ষ হাফেজ আশরাফ, এবং উপদেষ্টা হযরত মাওলানা কারী ইবাদুর রহমান। সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি কাজী সাহাবুদ্দিন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন জামিলুর রহমান।সংগঠনের ঐক্য বৃদ্ধি, ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া ও আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়েও সম্মেলনে আলোচনা হয়। সেই সাথে বিশেষভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রধান অতিথিমাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস জানান যে, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের ভাতার সংখ্যা বেশি।

স্বামী জীবিত, বিধবা ভাতা পেলেন স্ত্রী!

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ায় অভাবের সংসার। স্বামী পেশায় দিন-মজুর। তাই স্ত্রী চেয়েছিলেন সংসারের 'লক্ষ্মী' হতে। আবেদন করেছিলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের। কিন্তু শাসক দলের নেতার চক্করে পড়ে এখন অ্যাকাউন্টে ঢুকছে 'বিধবা ভাতা'। ভাবুন একবার! স্বামী জীবিত, অথচ মহিলার অ্যাকাউন্টে ঢুকছে 'বিধবা ভাতা'।অথচ তা টেরটুকু পাননি গরিব পরিবার। এখন ফ্যাঁসাদে পড়েছেন তাঁরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই এখন শুরু হয়েছে পুলিশি ঝামেলা। তারপর আবার বিডিও আটকে দিয়েছেন আধার কার্ড ও ব্যাঙ্কের যাবতীয় নথি।উপরন্তু হুঁশিয়ারি টাকা ফেরত দিতে হবে। দায়ের হয়েছে মামলা।স্বামীর মৃত্যুর শংসাপত্র,রেশন কার্ড, আধার কার্ড ছাড়াই কীভাবে এই টাকা এতদিন ধরে অ্যাকাউন্টে গেল? কেউ কিছু টের পেলেন না? এ দিকে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পলাতক সেই তৃণমূল নেতা। শান্তিপুর শহরের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিশ্বসুখ পল্লীর ঘটনা। সেখানকার বাসিন্দা পরেশ দে।

বাঘের আতঙ্ক কুলতলির নগেনাবাদে

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: শীতের প্রকোপ যতই বাড়ছে কুলতলীর একাধিক এলাকায় বাঘের উপদ্রব ততই বাড়ছে। আর এতেই স্থানীয়রা আতঙ্কিত হচ্ছে। কুলতলীর মৈপিঠ উত্তর ও দক্ষিণ বৈকন্ঠপুরের পর নগেণাবাদ গোপাল ঘেরীতে। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় কৃষকরা সব্জি খেতে যাওয়ার পথে নরম মাটিতে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পায়ের ছাপ নরম মাটিতে দেখতে পায়। সাথে সাথে তারা খবর দেয় বনদপ্তরে। কুলতলী ও নলগোঁড়া বিটের বনদপ্তরের কর্মীরা সাথে সাথে এসে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে এলাকাটি চিহ্নিত করে পরে স্টিল নেট দিয়ে ঘিরে ফেলে।

খবর পেয়ে নগেনাবাদে আসেন উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সহ যুগ্ম বন আধিকারিক ডক্টর অনুরাগ চৌধুরী,পার্থ মুখার্জি, রায় দিঘি রেঞ্জার সু বায়ু সাহা, কুলতলী বিটের শামীম প্রধান,নলগোঁড়া সনত দে শুকোমল চক্রবর্তী ললিত এছাড়া কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যরা ৩৫ জন সদস্য।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পড়ুয়াদের খাদ্য মেলায় পায়েস, পিঠেপুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: পড়ুয়াদের মধ্যে খাদ্য মেলা।কেউ বানিয়ে এনেছেন পিঠেপুলি, কেউ আবার পায়েস। শীতের মিঠে রোদে কেবল মিষ্টি খাবার নয়, উল্টো দিকে স্টলে দেখা মিলল ফুচকা, ঘুগনি, পাঁপড়। এখানেই শেষ নয়, খুদে পড়ুয়ারা কেউ বাড়ি থেকে বানিয়ে এনেছেন তেহারি মুখরোচক খাবার স্কুল প্রাঙ্গণে, কেউ আবার দোকান দিয়েছে মুড়ি মসলার। বুধবার সকাল এগারোটা নাগাদ মুরারিশাহ আমিনিয়া হাই মাদ্রাসায় ছাত্র সপ্তাহের শেষ দিনে খাদ্যোৎসব অর্থাৎ ফুড ফেস্টিভাল আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে তাক লাগিয়ে দিয়েছে প্রত্যন্ত এলাকার মাদ্রাসা পড়ুয়ারা। সূচনা অনুষ্ঠানে মুরারিশা আমিনিয়া হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির সভাপতি জাকির হোসেন, সম্পাদক আব্দুর রশিদ মোল্লা, প্রধান শিক্ষক নুরুল হক বৈদ্য, সহকারী শিক্ষক মুমতাজুল হক বৈদ্য সহ একাধিক শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলীরা উপস্থিত ছিলেন।

সামসি বইমেলায় পাশ ফেল নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সামসি

আপনজন: নিজস্ব প্রতিবেদক, সামসি: মালদহের রতুয়া-১ব্লকের সামসি এগ্রিল হাই স্কুল প্রাঙ্গণে দশম বর্ষ সামসি বইমেলায় বৃহস্পতিবার 'শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ ফেল প্রথা' মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বইমেলার তৃতীয় দিন উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সামসি এগ্রিল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলেশ পাণ্ডে, স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি মহম্মদ বেলাল হোসেন, শিক্ষক ড. উমার ফারুক, আব্দুর রহমান, মোশারফ হোসেন, দেবারতি সাহা,শিক্ষাবিদ দীপঙ্কর রক্ষিত প্রমুখ। অধিকাংশ বক্তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ ফেল প্রথা চালু করার বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন করেন। প্রধান শিক্ষক শৈলেশ পাণ্ডে বলেন, পড়ুয়াদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে শিক্ষকদের প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। পড়ুয়াদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী করে তাদের স্কুলমুখী করতে হবে। শিক্ষাবিদ দীপঙ্কর রক্ষিত তাঁর বক্তব্যে বলেন, পাশ ফেল প্রথা তুলে দিয়ে কয়েক প্রজন্মের পড়ুয়াদের ডিগ্রি দেওয়া হলেও প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪
মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল
আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে
❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।
অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com
ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন
ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

দেখার কথা লাল কার্ড, ভাগ্য বার্জভালকে বানিয়ে দিল জয়ের নায়ক

আপনজন ডেস্ক: দল হেরেছে মেজাজ তো খারাপ হবেই। তবে আর্নে স্লটের মেজাজ কাল রাতে একটু বেশি খারাপই হলো। লিভারপুলের ডাচ কোচ খেপেছেন রেফারিং নিয়ে। যে খেলোয়াড়টির লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার কথা, সেই খেলোয়াড়ের গোলে দল হেরে গেলে মেজাজ খারাপ তো হতেই পারে। কাল ইংলিশ লিগ কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে টটেনহামের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে লিভারপুল। ৮৬ মিনিটে টটেনহামের একমাত্র গোলটি করেছেন লুকাস বার্জভাল। ১৮ বছর বয়সী এই সুইডিশ মিডফিল্ডারই স্লটের রাগের মূল কারণ। আগেই একবার হলুদ কার্ড দেখা বার্জভাল লিভারপুল ডিফেন্ডার কস্তাস সিমিকাসকে স্লাইডিং ট্যাকল করে ফেলে দেন। ফাউলটা মারাত্মকই ছিল, ছিল কার্ড পাওয়ার মতো। ফাউলের শিকার সিমিকাসকে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়। কিন্তু রেফারি স্টুয়ার্ট অ্যাটওয়েল কার্ড না দিয়ে লিভারপুলকে কাউন্টার অ্যাটাক করার সুযোগ করে দেন। কাউন্টার অ্যাটাকে লিভারপুল বলের দখল হারাতেই সিমিকাসের ফেলে যাওয়া ফাঁকা জায়গাটা কাজে লাগিয়ে গোল করে ফেলে টটেনহাম। ডমিনিক সোলাঙ্কির পাস থেকে টটেনহামের জার্সিতে নিজের প্রথম গোলটি পেয়ে যান সেই বার্জভাল। ওই গোলটি ধরে রেখেই ঘরের মাঠের ম্যাচটি শেষ করে টটেনহাম। ম্যাচে শেষে লিভারপুল কোচ দলের হারের কারণ হিসেবে রেফারির ‘ভুল’কেই বড় করে দেখিয়েছেন, ‘আজকের ফলে ওই সিদ্ধান্তের (কার্ড না দেখানো) বড় ভূমিকা আছে। চতুর্থ রেফারি আমাকে বলেছেন কেন তাঁর কাছে এটাকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখানোর মতো ফাইল মনে হয়নি। তিনি সম্ভবত ওই যুক্তি আবার রেফারির কাছ থেকে শুনেছেন। ওই পরিস্থিতিতে যে কোনো কোচই ফ্রিকিকের চেয়ে হলুদ কার্ডই চাইবেন রেফারির কাছে।’ তবে ধারণামতো টটেনহামের কোচ অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলু স্লটের উল্টো কথাই বললেন। বার্জভাল কি কপালগুণে লাল কার্ড দেখেননি, এমন প্রশ্নের উত্তরে পোস্তেকোগলু বলেন, ‘ভালো প্রশ্ন। না আমি তেমনটা মনে করি না।’

ফের ‘নক-আউট’, ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রি-কোয়ার্টার থেকে বিদায় বাংলার

আপনজন ডেস্ক: সৈয়দ মুস্তাক আলির পর বিজয় হাজারে ট্রফি। সীমিত ওভারের ঘরোয়া ক্রিকেটে দুই টুর্নামেন্টে নকআউটেই বিদায় বাংলার। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে ধারাবাহিক ভালো খেলেছিল বাংলা। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে বরোদার কাছে হারে বিদায়। একটা ট্রফির সম্ভাবনা সেখানেই শেষ হয়েছিল। সীমিত ওভারে আরও একটা সর্বভারতীয় ট্রফির সম্ভাবনাও শেষ হল। বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হরিয়ানার কাছে হার। ঘরোয়া ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মধ্য প্রদেশের কাছে হেরেছিল বাংলা। সেই ম্যাচটা জিতলে বাংলা সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিত। তা না হওয়ায় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে হয়েছে। হরিয়ানার বিরুদ্ধে এই ম্যাচের আগে শক্তিও বেড়েছিল বাংলার। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির স্কোয়াডে থাকা অভিমন্যু ঈশ্বরণ টিমে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে ঘরোয়া ক্রিকেটে টিমকে সাফল্য দিতে পারলেন না বাংলার ব্যাটার। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলা। সিদ্ধান্তটা কিছুটা হলেও ব্যাকফায়ার করে। মিলিত চেষ্টায় বাংলাকে ২৯৯ রানের টার্গেট দেয় হরিয়ানা। সামি ৩ উইকেট নেন। মুকেশের ঝুলিতে ২ টি উইকেট। যদিও বাংলার বোলারদের ইকোনমি হতাশার। রান তাড়ায় শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন অভিষেক পোড়েল ও ক্যাপ্টেন সুদীপ ঘরামি। ৭০ রানে ওপেনিং জুটি ভাঙে। এরপর আর বড় কোনও পার্টনারশিপ গড়তে পারেনি ভারত। অভিষেক পোড়েল সেট হলেও ৫৮ রানেই ফেরেন। স্ট্রাইকরেট ৭৩-এর সামান্য বেশি। মিডল কিংবা লোয়ার অর্ডারেও উল্লেখযোগ্য কোনও অবদান নেই। শেষ অবধি ৪৩.১ ওভারে ২২৬ রানেই অলআউট বাংলা। এ মরসুমে বাকি রঞ্জির কিছু ম্যাচ। সেখানেও অবশ্য চাপে রয়েছে বাংলা।

ফাইনালে বার্সেলোনা, নেইমারের মতো উদযাপন ইয়ামালের

আপনজন ডেস্ক: অ্যাথলেটিক বিলবাওকে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে উঠেছে বার্সেলোনা। প্রথম সেমিফাইনালে মঙ্গলবার সৌদি আরবের কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটিতে লামিনে ইয়ামাল ও গাভির গোলে ২-০ ব্যবধানে জয় পায় হ্যান্সি ফ্লিকের দল। এ জয়ে ফ্লিকের অধীনে বড় কোনো ট্রফি জয়ের ৯০ মিনিটের দূরত্বে আছে কাতালান ক্লাবটি। জয়ের আগে আরো একটি সুখবর পায় বার্সেলোনা।
দানি ওলমো ও পাউ ভিক্টরকে স্পেনের শীর্ষ ক্রীড়া আদালত কনসেজো সুপিরিয়র দে দেপোর্তেস (সিএসডি) অস্থায়ীভাবে খেলার ছাড়পত্র দেন। চূড়ান্ত কোনো রায় হওয়ার আগপর্যন্ত তারা বার্সার হয়ে খেলা চালিয়ে যেতে পারেন বলে মনে করেন আদালত। তবে অ্যাথলেটিকো বিলবাওয়ের বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারেনি ওলমো ও ভিক্টর। ওলমোর জায়গায় খেলতে নেমে দারুণ পারম্যান্স করেন গাভি। ১গোল করে উদ্‌যাপনও করেন ওলমোর মতোই। এরপর ৫২ মিনিটে লামিনে ইয়ামালের গোলটিও গাভির এসিস্ট থেকে। ১৭ মিনিটে আলহান্দ্রো বালদের ক্রস থেকে গোল করে বার্সাকে এগিয়ে নেন গাভি। টি ছিল তার এক বছরের ইনজুরি পরবর্তী প্রথম গোল।
পরে ৫২ মিনিটে দারুণ এক ডিফেন্সচেরা পাস দেন ইয়ামালকে। বল পায়ে ঘুরেই দারুণ ফিনিশ করেন ১৭ বছর বয়সী এ উইঙ্গার। গোল করে নিজের খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ারের আদর্শ নেইমারের মতো উদ্‌যাপনও করেন ইয়ামাল।
আজ রাতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মায়োর্কার মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ। ১৩ জানুয়ারির ফাইনালে বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ হবে এই ম্যাচের জয়ী দল।

‘গৌতম গম্ভীর দ্বিচারিতা করছে, যা বলে তা করে না,’ তোপ মনোজ তিওয়ারির

আপনজন ডেস্ক: আইপিএল-এ কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে একসঙ্গে খেলেছিলেন গৌতম গম্ভীর ও মনোজ তিওয়ারি। ২০১২ সালে গম্ভীরের নেতৃত্বে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন মনোজ। তবে তিনি যে প্রাক্তন সতীর্থর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন, সেটা বুঝিয়ে দিলেন। বাংলা সংবাদমাধ্যম নিউজ ১৮ বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গম্ভীরের তীব্র সমালোচনা করলেন মনোজ। বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, ‘গৌতম গম্ভীর দ্বিচারিতা করছে। ও যা বলে তা করে না। বোলিং কোচের কাজ কী? কোচ যা বলে, বোলিং কোচ ঠিক সেটাই করে। মর্নি মর্কেল লখনউ সুপার জায়ান্টস থেকে এসেছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সে গম্ভীরের সঙ্গে ছিল অভিষেক নায়ার। ভারতের প্রধান কোচ জানে, ওর নির্দেশ অমান্য করবে না নায়ার।’ গম্ভীরকে তোপ দেগে মনোজ আরও বলেছেন, ‘আইপিএল-এ কলকাতা নাইট রাইডার্সের সাফল্যের জন্য অন্যায্যভাবে কৃতিত্ব নিয়েছে গম্ভীর। অধিনায়ক ও মেন্টর হিসেবে ওর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে জনসংযোগই বেশি ছিল। গম্ভীর একা হাতে কেকেআর-কে খেতাব জেতায়নি। আমরা দলগতভাবে সবাই ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছিলাম। জ্যাক কালিস, সুনীল নারিন, আমি, সবাই দলের সাফল্যে অবদান রেখেছিলাম। কিন্তু কে কৃতিত্ব নিল? এমন পরিবেশ তৈরি হয় এবং প্রচার হয়, যার ফলে সব কৃতিত্ব নেয় গম্ভীর।’ মনোজ সমালোচনা করলেও, গম্ভীরের পাশে দাঁড়িয়েছেন হর্ষিত রানা, নীতীশ রানা। ইনস্টাগ্রামে এক বিবৃতিতে হর্ষিত লিখেছেন, ‘ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতার জন্য কারও সমালোচনা করা ভালো ব্যাপার নয়। গৌতি ভাইয়া এমন একজন, যিনি নিজের চেয়ে অন্যদের কথা বেশি ভাবেন। যে খেলোয়াড়রা অফফর্মে, তিনি তাঁদের পাশে থাকেন। আমরা সাফল্য পেলে তিনি সেই খেলোয়াড়দেরই প্রচারের আলোয় এনে দেন। তিনি এটা অনেকবার করেছেন। ম্যাচ কীভাবে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে হয়, সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান আছে।’ নীতীশ বলেছেন, ‘আসল তথ্যের মাধ্যমে সমালোচনা করা উচিত। ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতার জন্য নয়। গৌতি ভাইয়া এমন একজন যিনি নিজের কথা ভাবেন না। তিনি দলের বিপর্যয়ের সময় সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নেন। পারফরম্যান্সের জন্য জনসংযোগের দরকার হয় না। ট্রফিই কথা বলে।’

পিতৃত্বকালীন ছুটিতে কামিন্স, আবার অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বে স্মিথ

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার শ্রীলঙ্কা সফরের সময় দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হবেন প্যাট কামিন্স। সন্তান সম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে ছুটিটা কয়েক মাস আগেই চেয়ে রেখেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার নিয়মিত অধিনায়ক। তাঁকে পিতৃত্বকালীন ছুটিতে পাঠিয়েই আজ শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ১৬ সদস্যের টেস্ট দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।
কামিন্স না থাকায় অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্টিভেন স্মিথকে। ২০১৮ সালে কেপটাউন টেস্টে স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারির দায়ে লম্বা সময়ের জন্য নেতৃত্ব হারানো স্মিথ এরপর থেকে নিয়মিত অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে তিন সংস্করণ মিলিয়ে ১২ ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
শ্রীলঙ্কার স্পিন সহায়ক কন্ডিশনের বিষয়টি মাথায় রেখে দলে চারজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার রাখা হয়েছে। অভিজ্ঞ নাথান লায়নের সঙ্গে টড মার্ফি, ম্যাট কুনেমান ও নতুন মুখ কুপার কনোলি। পার্ট টাইম স্পিনার হিসেবে ট্রাভিস হেড ও মারনাস লাবুশেন তো আছেনই।
সদ্য সমাপ্ত বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির সিডনি টেস্ট থেকে বাদ পড়া মিচেল মার্শের এই দলেও জায়গা হয়নি। চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় পেসার জশ হ্যাজলউডকেও রাখা হয়নি। অভিষেকের পর থেকেই আলোচিত ওপেনার স্যাম কনস্টাস প্রত্যাশিতভাবেই জায়গা ধরে রেখেছেন। ফেরানো হয়েছে আরেক ওপেনার নাথান ম্যাকসুয়েনিকেও। এ ছাড়া চোট কাটিয়ে ফিরেছেন ব্যাকআপ উইকেটকিপার জশ ইংলিস। সিডনিতে অভিষেক ম্যাচে দারুণ পারফর্ম করা বো ওয়েবস্টারের ওপরও আস্থা রেখেছেন নির্বাচকেরা। কুপার কনোলি ২ টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেললেও টেস্ট দলে ডাক পেলেন প্রথমবার। ২১ বছর বয়সী এই তরুণ ব্যাটিংও ভালোই পারেন। শ্রীলঙ্কা সফর দিয়েই প্রায় সাড়ে সাত বছর পর টেস্টে ফেরার কথা শোনা গেলেও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে বিবেচনা করা হয়নি। মিচেল মার্শ ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে টেস্ট দলে না রাখার কারণ জানাতে গিয়ে প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি বলেছেন, ‘শ্রীলঙ্কা সফরের পরপরই চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। ওদেরকে (মার্শ ও ম্যাক্সওয়েল) চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছে।’
চ্যাম্পিয়নশিপের আওতাধীন দুটি ম্যাচই হবে গল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। প্রথমটি ২৯ জানুয়ারি এবং দ্বিতীয়টি ৬ ফেব্রুয়ারি শুরু। দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া এরই মধ্যে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে যাওয়ায় লঙ্কানদের বিপক্ষে স্মিথ-স্টার্কদের ম্যাচ দুটি নিছক আনুষ্ঠানিকতার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (বাঁয়ে) ও মিচেল মার্শকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছে
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (বাঁয়ে) ও মিচেল মার্শকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছেছবি: ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া
চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রস্তুতি হিসেবে হাম্বানটোটায় আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একটি ওয়ানডেও খেলবে অস্ট্রেলিয়া।
অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট স্কোয়াড
স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটকিপার), জশ ইংলিস (উইকেটকিপার), ট্রাভিস হেড, মিচেল স্টার্ক, কুপার কনোলি, স্যাম কনস্টাস, নাথান ম্যাকসুয়েনি, টড মার্ফি, বো ওয়েবস্টার, মারনাস লাবুশেন, নাথান লায়ন, উসমান খাজা ও ম্যাট কুনেমান।

সন্তোষ ট্রফির জয়ী ফুটবলার আবু সুফিয়ানকে সংবর্ধনা দিল মগরাহাট প্রেস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট

আপনজন: সন্তোষ ট্রফির জয়জয়কার এবার বাংলা ঝুড়িতে। পশ্চিম বাংলার মানুষ উল্লাসে মেতে উঠেছে এই সন্তোষ ট্রফি কে কেন্দ্র করে। কেরালা সঙ্গে ফাইনাল ম্যাচে এক গোলে বাংলা জয়লাভ করার পরে রাজ্যের প্লেয়াররা ফেরার পরে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মগরাহাট মোহনপুর এলাকার ফুটবলার আবু সুফিয়ান ওই টিমের হয়ে পারফরমেন্স করেন, এটা মগরাহাট ব্লকের মানুষের কাছে একটা বড় চাওয়া-পাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। সুফিয়ান কে নিয়ে মেতে উঠেছে মগরাহাট ব্লকের আপামর জনগণ। একটা সাধারণ পরিবার থেকে ছোটবেলা দিয়ে ছয় ভাই , এক বোনে বড় হওয়ার পরে আভাব অনটনের মধ্যে দিন গুণতে শুরু করেছিল সুফিয়ান। বাবা চাষবাসের কাজ করেন, মাথার উপরে সাহস ও সহযোগিতার হাত বাড়ান তার দাদা। খেলাধুলার ইচ্ছা শক্তি থাকলেও কখনো সামর্থ্যের অভাবে পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল তারপরেও হার মানেনি সে ।মগরাহাট স্পোটিং ক্লাবের জনপ্রিয় কোচ মোবাকা নামে পরিচিত তানার সহযোগিতায় সুফিয়ান প্র্যাকটিস শুরু করে মগরাহাট মুসলিম এংলো স্কুলের মাঠে । একসময় সুন্দরবন কাপ খেলে মগরাহাট ব্লক কে জেলার উপরে নাম উজ্জ্বল করেন এই সুফিয়ান। পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর হাত ধরে সিভিক পুলিশের কাজে নিয়োগ করেন সমস্ত টিমের খেলোয়াড়দের কে। সুফিয়ান সেখানে থেমে থাকে নি তারপরে তার অধম্য চেষ্টায় সফলতার কান্ডারীতে সে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন রাজ্যের সন্তোষ ট্রফি জয় লাভের মধ্যে অন্যতম খ্যাতনামা প্লেয়ার ছিলেন আবু সুফিয়ান সে চাই দেশের হয়ে খেলতে চায়। মগরাহাট প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন তার পাশাপাশি মগরাহাট হাই স্কুল মাঠের অ্যাথলেট কোচ আব্দুল্লাহ লস্কর ও সাংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একদিবসীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কালা দিবস উপলক্ষে সারাদেশের সঙ্গে মেমারি শহরেও স্বর্ণ ব্যবসা বন্ধ থাকে। বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতি মেমারি শাখা এদিন বানেশ্বরী ফুটবল মাঠে এক দিবসীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কালাকানুনের প্রতিবাদী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ৮ দলীয় এই প্রতিযোগিতায় ৫ ওভার করে খেলা হয় তবে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে চার ওভার করে খেলা হয়। ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শিল্পী জুয়েলার্স একাদশ ও বেঙ্গল টাইগার একাদশ। টসে জয়ী হয়ে শিল্পী জুয়েলার্স ব্যাটিং করে চার ওভারে ৫৯ রান করে। পরে দুই উইকেটের বিনিময়ে ৬০ রান তুলে শিল্পী জুয়েলার্স জয়লাভ করে। সেরা ব্যাটসম্যান শিল্পী জুয়েলার্স এর শেখ বাপন সেরা বোলার ও ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয়□সেখ আমির।

একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: অনুষ্ঠিত হলো একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক সুজয় সাধু , মহকুমা শাসক (গঙ্গারামপুর) অভিষেক শুক্লা, বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল জগজীবন সরকার সহ আরো অনেকে। উল্লেখ্য, শিশুর পরিপূর্ন সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে অংশ গ্রহন একান্ত ভাবে প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিদ্যালয়ে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

সিপিআইএম-এর উদ্যোগে মশাল দৌড় প্রতিযোগিতা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সিপিআইএম-এর ২৪তম জেলা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সম্মেলনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বুধবার একটি মশাল দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাটি ওভার মোড় থেকে শুরু হয়ে ডালখোলা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা

হাতে মশাল নিয়ে দৌড়ের মাধ্যমে তাদের উৎসাহ এবং চেতনার প্রকাশ ঘটান। ডালখোলা বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষ এই আয়োজনকে অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন। সিপিআইএম-এর জেলা সম্মেলনের এই ধরনের উদ্যোগ শুধুমাত্র দলের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ায় না, বরং মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলে। ১১ ও ১২ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলন নিয়ে দলের কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ইতোমধ্যেই ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

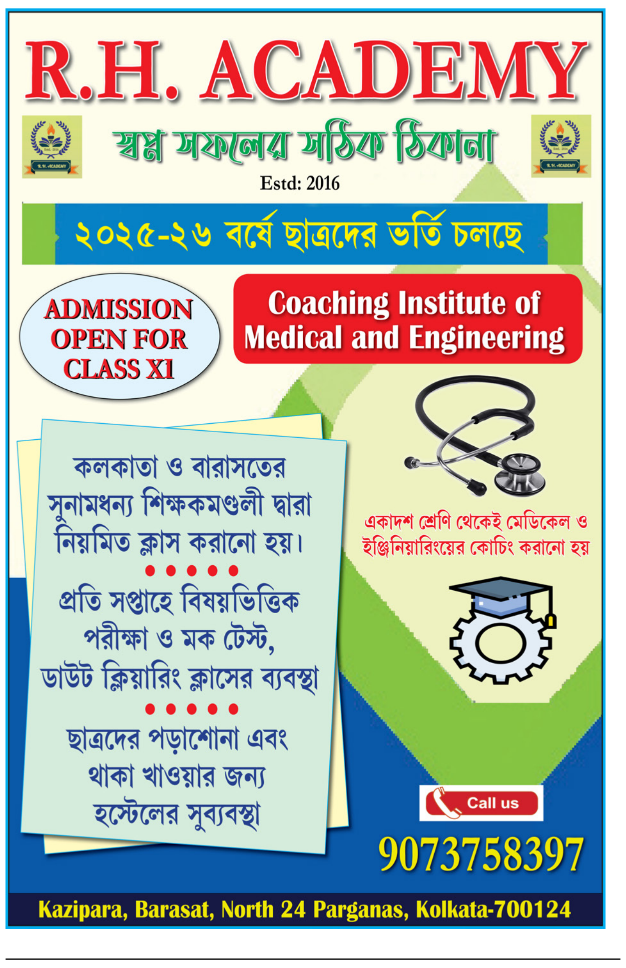

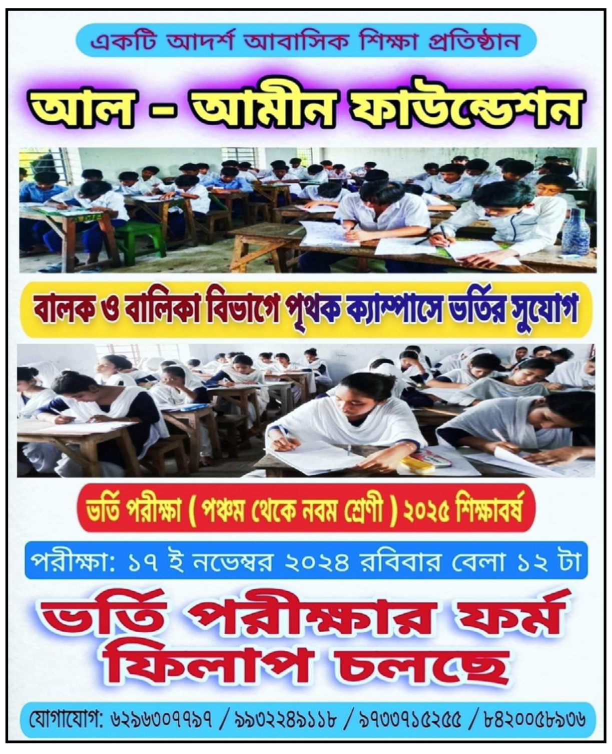

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**